সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

কালের আলো

KALER ALO ■ PRGI No. TRBEN/25/A0016 ■ Vol-4 ■ Issue-35 ■ Tuesday, 4 August, 2026 ■ মঙ্গলবার, ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ■ ৮ পৃষ্ঠা ■ মূল্য- ৫ টাকা

ভূতুড়ে বিলে ভেলকি

দিকে দিকে অসন্তোষ, বিদ্যুৎ নিগমে তালা

কালের আলো প্রতিনিধি, বক্সনগর/ ধর্মনগর/ কুমারঘাট, ৩ আগস্ট।। অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া ইলেকট্রিক অফিসে তালা ঝুলিয়ে তীব্র বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার শতাধিক গ্রাহক। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ বিলের অসঙ্গতি ও অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অফিস চত্বরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক মাস ধরে সোনামুড়া ও সংলগ্ন এলাকার বহু গ্রাহকের কাছে স্বাভাবিক ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশি অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল পৌঁছাচ্ছে। অনেকের অভিযোগ, বিদ্যুৎ খরচে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না থাকলেও বিলের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিদ্যুৎ নিগমে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকাল থেকেই এলাকাবাসী ও বিদ্যুৎ গ্রাহকরা সোনামুড়া ইলেকট্রিক অফিসের সামনে জড়ো হন। পরে বিক্ষোভকারীরা অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করতে হবে, সমস্ত বিল পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকৃত হিসাব অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যা না হয় তার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অফিসে তালাবন্ধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ। প্রশাসনিক আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি দ্রুত বিল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। প্রশাসনের আশ্বাসের পর বিক্ষোভকারীরা তালা খুলে দেন এবং কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।

এদিকে, এই ঘটনায় বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

সোমবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য সোনামুড়া ইলেকট্রিক অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। যদিও প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, তবুও অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ যে চরমে পৌঁছেছে, তা এদিনের বিক্ষোভে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ধর্মনগর সংযোজন ঃ বিদ্যুৎ পরিষেবাকে সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি প্রত্যাহার এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার বেসরকারিকরণের উদ্যোগ বন্ধসহ ১২ দফা দাবিতে সরব হলো বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। সোমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি করপোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজারের কাছে বিস্তারিত দাবি-সনদ সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও শক্তি নীতির ফলে সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে ডিউটি চার্জ, ফুয়েল চার্জ ও ফিক্সড চার্জের নামে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের দুর্ভোগ বাড়ানো হচ্ছে। অবিলম্বে এই অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহার করে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানা ও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারিকরণের যে কোনও উদ্যোগ সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী বলেও তাঁরা দাবি করেন।

এছাড়াও স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পূর্বের ডিজিটাল মিটার পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারীদের রিচার্জ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান করারও আহ্বান জানানো হয়। স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক *সাতের পাতায় দেখুন*

■ নয়াদিল্লিতে এআইসিসি নেতৃত্বের সাথে বৈঠকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা।

সরকারের ‘সুশাসন’কে কাঠগড়ায় তুলে রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের গণ-অবস্থান

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যে একের পর এক আর্থিক দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, নেশা দ্রব্যের পাচার, সরকারি জমি দখল, খাদ্য প্রকল্পে অনিয়ম-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আগামী ৫ আগস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী রাজ্যজুড়ে গণ-অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। দুর্নীতির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানিয়েছে দল।

রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তিন ঘণ্টার গণ-ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে। প্রথম পর্যায়ে জেলা সদরগুলিতে কর্মসূচি শুরু হবে। পরবর্তীতে মহকুমা সদর এবং জনবহুল এলাকাতেও এই আন্দোলন বিস্তৃত করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে আর্থিক দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে নারীঘটিত অপরাধ, মাদক পাচার, সরকারি জমি দখল, খাদ্যসামগ্রী ও সহ বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লুট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম চলছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, মাঝে মধ্যে কয়েকটি ছোটখাটো গ্রেফতারের ঘটনা ঘটিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মূল দুর্নীতির দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে।

তিনি আরও দাবি করেন, বিশালগড় এলাকায় প্রায় ৫০০ কানি সরকারি জমি দখল হয়ে গেছে। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে জুলাই মাসের কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি অনুযায়ী, গত জুলাই মাসে রাজ্যে ৮টি মৃত্যুর ঘটনা, ৫টি ধর্ষণ, ৩টি যৌন নির্যাতন, ৪৭টি ছিনতাই এবং ২টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন কংগ্রেস মুখপাত্র। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত হলেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ *সাতের পাতায় দেখুন*

ফেরার অপেক্ষা শেষ হয়েছে মৃত্যুর সংবাদে

কালের আলো প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ আগস্ট।। খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের দ্বারিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাগান বাজার চা বাগান এলাকায় সোমবার সকালে একটি পুকুর থেকে এক ব্যক্তির পচনশীল মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জিত তাঁতি (৪৭)। তিনি শচিন্দ্র তাঁতির পুত্র এবং বাগান বাজার চা বাগান এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত চার থেকে পাঁচ দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয়রা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তার কোনো সন্ধান পাননি।

সোমবার ভোরে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা পুকুরে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখতে পান। এরপর দ্রুত আশপাশের লোকজনকে খবর দেওয়া হয় এবং বিষয়টি কল্যাণপুর থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দীর্ঘ সময় পানিতে পড়ে থাকার কারণে মৃতদেহটি পচনশীল অবস্থায় ছিল।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের *সাতের পাতায় দেখুন*

অনাগত সন্তানের সাথে মায়েরও মৃত্যু, আইজিএমে উত্তাল রাত

শোকের মধ্যেই ময়নাতদন্ত নিয়ে বিতর্ক

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলায় ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (আইজিএম) হাসপাতালে জনৈক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর মৃত্যুর পর ময়নাতদন্তকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও মৃতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রবিবার রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জিবিপি হাসপাতালের মর্গে

পাঠানো হয়।

জানা গেছে, খুমুলুঙের রাধাপুর থানাধীন বেলবাড়ি ব্লকের রাধামোহন চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা কবিতা দেববর্মাকে রবিবার বিকেল প্রায় ৫টা ৫ মিনিটে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় খুমুলুঙ হাসপাতাল থেকে আইজিএম হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে *সাতের পাতায় দেখুন*

হোস্টেলের হাঁড়িতে চুরি, এবার বসছে বায়োমেট্রিকের বেড়াজাল

কেলেঙ্কারিতে কড়া বার্তা, অ্যাকশনে মন্ত্রী বিকাশ

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলায় জগন্নাথবাড়ি সংলগ্ন ডঃ বিআর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রীনিবাসে খাদ্যসামগ্রী চুরির ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সোমবার সকালে ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনে যান জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পরিদর্শনকালে তিনি হোস্টেল সুপার-সহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অবিলম্বে ছাত্রীনিবাস থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে পর্যায়ক্রমে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় আম্বেদকর ছাত্রীনিবাসের আবাসিক ছাত্রীরাই অভিযোগ করেন, সরকারি বরাদ্দের খাদ্যসামগ্রী দায়িত্বে থাকা কয়েকজন পাচক নিয়মিতভাবে বাইরে পাচার করছেন। বিষয়টি হাতেনাতে ধরা পড়ার পর ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানায়। ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতেই প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে নড়াচড়া শুরু হয়।

সোমবার সকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাত্রীনিবাসে পৌঁছে আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তাঁদের কাছ থেকে হোস্টেলের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ শোনেন। ছাত্রীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে অধিকাংশ কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ অচল, বাথরুমে আলো নেই, বহু ফ্যান বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং পানীয় জলেরও তীব্র সংকট রয়েছে। এছাড়াও হোস্টেলের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আবাসিকরা।

ছাত্রীদের অভিযোগ শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানের খাবারের জন্য প্রতিদিনের খাদ্যভাতা ১০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে থেকে পড়াশোনা *সাতের পাতায় দেখুন*

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

গর্বের বিষয়

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানের স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধরেই দেশের যুবসমাজের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, কর্মসংস্থান এবং আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে সেনাবাহিনীর চাকরি তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় অগ্নিবীর নিয়োগ পরীক্ষায় ত্রিপুরার যুবকদের সাম্প্রতিক সাফল্য নিঃসন্দেহে রাজ্যের জন্য এক গর্বের বিষয়।

চলতি বছরের অগ্নিবীর কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলে ত্রিপুরার পরীক্ষার্থীরা যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন, তা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়এটি রাজ্যের যুবসমাজের পরিবর্তিত মানসিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সুযোগ গ্রহণের সক্ষমতার প্রতিফলন। গত বছরের তুলনায় এ বছর উত্তীর্ণের হার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের মোট ৪,৮৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,৩৬৭ জন সফল হয়েছেন। গত বছর যেখানে সফল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৯৭ জন, সেখানে এ বছর এই সংখ্যা প্রায় ৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাফল্য ত্রিপুরার জন্য নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

এই সাফল্যের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তাদের ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, যুবকদের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্যন্ত এলাকার যুবকদের মধ্যেও অগ্নিবীর নিয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অংশগ্রহণের হার যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে সফলতার সংখ্যাও।

তবে এই সাফল্যের পরবর্তী ধাপগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এখন শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা এবং মেডিক্যাল পরীক্ষার কঠিন পর্যায়ের মুখোমুখি হতে হবে। এখানেই প্রয়োজন উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর। বর্তমানে সাধারণত অক্টোবর মাসে শারীরিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরার মতো বর্ষাপ্রবণ রাজ্যে ওই সময়ে মাঠে জল জমে থাকা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হতে পারে। তাই আগরতলার দশরথ দেব স্টেডিয়ামের মতো উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত স্থানে শারীরিক পরীক্ষা আয়োজনের প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

একজন পরীক্ষার্থীর সাফল্য শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরিবার, সমাজ এবং রাজ্যের প্রত্যাশা। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং প্রার্থীবান্ধব করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শারীরিক পরীক্ষা যদি রাজ্যের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে দূরবর্তী এলাকার দরিদ্র ও সাধারণ পরিবারের যুবকদের জন্য তা অনেকটাই সহায়ক হবে। যাতায়াতের খরচ কমবে, মানসিক চাপ কমবে এবং পরীক্ষার্থীরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য আরও ভালো পরিবেশ পাবেন।

এক্ষেত্রে আগরতলায় পৃথক আর্মি রিক্রুটিং অফিস স্থাপনের দাবিটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শিলচরস্থিত আর্মি রিক্রুটিং অফিসের মাধ্যমে ত্রিপুরার নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। যদিও এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর রয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান, যুবকদের সুবিধা এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করলে রাজ্যের রাজধানীতে একটি পৃথক রিক্রুটিং অফিস থাকা সময়ের দাবি।

আগরতলায় রিক্রুটিং অফিস স্থাপিত হলে শুধু পরীক্ষার্থীদের সুবিধাই হবে না, বরং সেনাবাহিনী এবং রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় আরও উন্নত হবে। যুবকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক যুবক অগ্নিবীর হিসেবে দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ পাবেন।

ত্রিপুরার যুবসমাজের মধ্যে প্রতিভার কোনো অভাব নেই। প্রয়োজন শুধু সঠিক দিশা, সুযোগ এবং সহায়ক পরিবেশ। অগ্নিবীর পরীক্ষায় এবারের সাফল্য প্রমাণ করেছে যে রাজ্যের তরুণরা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। তাদের সামনে যদি আরও বেশি সুযোগ তৈরি করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী হবে।

অগ্নিবীর শুধু একটি চাকরি নয়, এটি দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের এক মহান সুযোগ। ত্রিপুরার যুবকদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকার, সেনাবাহিনী এবং সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এবারের সাফল্য যেন আগামী দিনের আরও বড় সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করে এটাই প্রত্যাশা।

বীরভূমে টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার গ্রেফতার, তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য প্রকাশ

কলকাতা, ৩ আগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত মামলায় পুলিশের হাতে এলো আরও এক বড় সাফল্য। রবিবার গভীর রাতে চালানো অভিযানে টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে সোমবারে সিউড়ি আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আদালতে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করতে পারে।

সীতেশ প্রামাণিক টুলু মণ্ডলের পাথর ব্যবসার ম্যানেজার ছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বীরভূম জেলা পুলিশ রবিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

সূত্র অনুযায়ী, বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার দেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা নগদ এবং ১৫ কেজি সোনা উদ্ধারের পর থেকেই পুলিশ সীতেশের খোঁজে ছিল। উদ্ধারের সময়েই মিনার মণ্ডলকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই মামলায় এর আগে গত শনিবার টুলু মণ্ডলের আরও এক আত্মীয় শেখ ওয়াসিমকে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অভিযোগ, সে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পুলিশ তাকে সেই সময়েই ধরে ফেলে। ওয়াসিম টুলু মণ্ডলের ভাগ্নে বলে জানা গিয়েছে। সীতেশ প্রামাণিকের গ্রেফতারির ঘটনা এই মামলায় তৃতীয় গ্রেফতার।

কয়েক কোটি টাকার নগদ ও প্রচুর পরিমাণে সোনা উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও টুলু মণ্ডল এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। সূত্র অনুযায়ী, সে বীরভূমের নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হয়। যদিও চার মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই সে পলাতক এবং এখনও পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মিনার মণ্ডল দাবি করেছে যে, টুলু মণ্ডল নিজের সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্ব তাকে দিয়ে গিয়েছিল। তবে সে কোথায় গিয়েছে, সে বিষয়ে তথ্য কারও কাছে নেই।

উদ্ধার হওয়া নগদ ও সোনার উৎস কী, পুলিশ এখন তা জানার চেষ্টা করছে। তদন্তে এটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে, টুলু মণ্ডলের পাথর ব্যবসায় কোনও প্রকার অনিয়ম ছিল কি না, সরকারি রাজস্ব চুরি করে এই বিপুল সম্পত্তি তৈরি করা হয়েছে কি না, অথবা এর পেছনে লোকদের ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি বা জোর করে জমি দখলের মতো অপরাধ যুক্ত রয়েছে কি না।

মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ টুলু মণ্ডলের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ–ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক : সীমান্ত পেরিয়ে ইতিহাস, ভাষা ও মানুষের আত্মীয়তা

কক্সবাজার, ৩ আগস্ট।। রাষ্ট্রের সীমান্ত মানুষের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিভক্ত করতে পারে নাএটি ইতিহাসের একটি নিরন্তর সত্য। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সম্পর্ক তারই জীবন্ত উদাহরণ। ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য, যার প্রায় ৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্ত

জহিরুল ইসলাম

বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। এই ভৌগোলিক নৈকট্য দুই ভূখণ্ডকে কেবল সংলগ্নই করেনি, শতাব্দীব্যাপী সাংস্কৃতিক যোগাযোগেরও ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

তবে তার চেয়েও গভীর সত্য হলো, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দুই অঞ্চলের মানুষ সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে। এই নিবন্ধে আমরা সেই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করবযেখানে প্রতীয়মান হয়, সংস্কৃতি রাষ্ট্রের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী; সীমানা-পেরোনো সাংস্কৃতিক স্মৃতি রাজনৈতিক বিভাজনের পরও মানুষের আত্মপরিচয়কে সংযুক্ত রাখে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: রাজ্য থেকে প্রজাতন্ত্র

ত্রিপুরা ছিল একসময় মাণিক্য রাজবংশশাসিত একটি দেশীয় রাজ্য। মধ্যযুগ থেকেই এই রাজ্যের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বিভিন্ন সময়ে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমন ও বসতি এই সম্পর্ককে আরও গভীর করে। ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ জমি ও প্রশাসনিক প্রভাব ব্রিটিশশাসিত "চাকলা রোসনাবাদ" পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যার বিস্তৃতি বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশসহ পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় ছিল। এই ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কই পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ভিত রচনা করে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ এই সম্পর্ককে প্রথম বড় আঘাত দেয়। সীমান্ত রেখা টানা হয়, কিন্তু মানুষের স্মৃতি, ভাষা ও আত্মীয়তা সেই রেখাকে মানতে অস্বীকার করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সেই সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেয়। ত্রিপুরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পাশে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান করেছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক হিসাব অনুযায়ী, ত্রিপুরায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীর সংখ্যা এক পর্যায়ে রাজ্যের নিজস্ব জনসংখ্যার সমান বা তার চেয়েও বেশি হয়ে উঠেছিল। মুক্তিবাহিনী ত্রিপুরার মাটিতে প্রশিক্ষণ নেয় এবং সেখান থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে।

এ প্রসঙ্গে দুটি ঐতিহাসিক মাত্রা বিশেষভাবে স্মরণীয়:

* আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত এই মামলাটির দাপ্তরিক নাম ছিল "রাষ্ট্র (পাকিস্তান) বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের এই মামলাটি মূলত ছিল একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচারযেখানে আসামিদের বিরুদ্ধে "আগরতলায় বসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের" কাল্পনিক অভিযোগ তোলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই মামলাটি ত্রিপুরার কোনো সরাসরি সহায়তা নয়, বরং দুই অঞ্চলের মধ্যকার এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক যোগসূত্র।

* মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার অবদান: ২০১২ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মরণ করেন: "ত্রিপুরা তখন শরণার্থীতে প্লাবিত হয়েছিলযারা রাজ্যের নিজস্ব জনসংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল। নয় মাস ধরে ত্রিপুরার মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, লাখ লাখ মানুষকে খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন দিয়েছিল।"

দুই দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত এই মানবিক ভূমিকা এই সম্পর্ককে কেবল রাষ্ট্রীয় নয়, মানবিক আত্মীয়তার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

ভাষা ও সাহিত্য: সাংস্কৃতিক স্মৃতির বাহক

ত্রিপুরার সরকারি ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ও ককবরক অন্যতম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ত্রিপুরায় শতাব্দী প্রাচীন। মধ্যযুগ থেকেই ত্রিপুরা রাজদরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ "রাজমালা" মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। উনিশ শতকে রেভারেন্ড জেমস লং "রাজমালা"-এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজপরিবারের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য রচনা ও অনুবাদের কাজ চলত। ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ও সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে শেষবার আগরতলায় এসে কিশোর সাহিত্য সমাজে ভাষণ প্রদান করেন রবীন্দ্রনাথএই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে তিনি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আগরতলাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য, সাময়িকপত্র ও সাহিত্য সংগঠনের বিকাশ ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করে। কাজী নজরুল ইসলামের গান ও সাহিত্যও ত্রিপুরায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

বাংলা ভাষা এখানে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সীমানা-পেরোনো এক সাংস্কৃতিক স্মৃতি, যা রাজনৈতিক বিভাজনের পরও

● সাব্রুমে ভারত-বাংলা মৈত্রী সেতু

মানুষের আত্মপরিচয়কে সংযুক্ত রেখেছে। ত্রিপুরার বাঙালি সমাজ যেমন বাংলাদেশের সাহিত্যপ্রেমীদের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি ত্রিপুরি জনগোষ্ঠীর প্রধান মাতৃভাষা ককবরক (যা বাংলা ও রোমান হরফে চর্চিত হয়)নিজস্ব ভাষাগত পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত রয়েছে।

লোকসংস্কৃতি: উৎসবের মিলন ও বৈচিত্র্যের সহাবস্থান

লোকসংস্কৃতিতে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মিলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গম্ভীরা, জারি, সারি কিংবা ভাটিয়ালির মতো বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারা ত্রিপুরার বাঙালি সমাজেও বিভিন্ন মাত্রায় চর্চিত হয়েছে। ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের বাঙালি সংস্কৃতি আর বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সাদৃশ্য। তবে নদীমাতৃক বাংলার লোকসংস্কৃতি ও পাহাড়ি ত্রিপুরার আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে গভীর মিথস্ক্রিয়া লক্ষণীয়একদিকে যেমন বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি পাহাড়ি সুর ও নৃত্যে সমৃদ্ধ, তেমনি ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলে বাঙালির কৃষিনির্ভর উৎসবের প্রভাব আদিবাসী ঐতিহ্যে মিশেছে।

ত্রিপুরি জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উৎসব বৈসু বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলেও পালিত হয়। চৈত্র মাসের শেষ দুইদিন ও বৈশাখের প্রথম দিনতিন দিনব্যাপী এই উৎসব। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী বৈসুর দিনগুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। বৈসুমা দিনের প্রধান আকর্ষণ "লাবড়া"৩০-৪০ ধরনের সবজি দিয়ে তৈরি একটি পদ। গারিয়া নৃত্য এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে বাংলাদেশের নবান্ন ও পহেলা বৈশাখ উদযাপনউভয়ই ফসল তোলার আনন্দ ও নববর্ষ বরণের উৎসব। নবান্ন ও বৈসুদুটি উৎসবই কৃষি ও প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, যা ইঙ্গিত করে যে কৃষিনির্ভর সমাজের ঐতিহ্যগত অভিব্যক্তি অনেকাংশে একই উৎস থেকে উৎসারিত।

লোকনৃত্য, বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প, তাঁতশিল্পএসবও দুই অঞ্চলের মধ্যে মিল এবং পার্থক্যের একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। মৌখিক ঐতিহ্য, প্রবাদ-প্রবচন এবং লোককথার আদান-প্রদান সীমান্ত অতিক্রম করে শতাব্দী ধরে চলেছে, যা দুটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানবিক বন্ধন গড়ে তুলেছে। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবেও দুই অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণ বহুস্তরীয় সামাজিক ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করেদুর্গাপূজা, বৈসু, নববর্ষ কিংবা অন্যান্য সামাজিক আয়োজনএসব অংশগ্রহণ কোনো একক পরিচয়ের নয়; বরং এটি সামগ্রিক লোকঐতিহ্যের প্রকাশ।

সংগীত: সুরের অমৃতধারা

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলসংগীত বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা উভয় অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে সমাদৃত। লালন ও অন্যান্য বাউলধারার গানও দুই অঞ্চলে সমানভাবে সমাদৃত। ত্রিপুরার লোকসংগীতে পাহাড়ি সুরের প্রভাব লক্ষণীয়, আবার বাংলাদেশের লোকসংগীতেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুরের প্রভাব রয়েছে। এই পারস্পরিক প্রভাব সংগীতকে একটি সীমানা-পেরোনো ভাষায় পরিণত করেছে।

সচিন দেব বর্মনের মতো শিল্পী দুই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। লোকসুর, বৈষ্ণব পদাবলি ও বাংলা গ্রামীণ সংগীতের উপাদানকে আধুনিক সুরে রূপান্তর করে তিনি দুই বাংলার সংগীত ঐতিহ্যের অনন্য সেতুবন্ধ রচনা করেন। তাঁর পুত্র রাহুল দেব বর্মণ (আর. ডি. বর্মণ) বাংলা ও ভারতীয় সংগীত জগতে বর্মন পরিবারের ঐতিহ্যকে আরও উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যা ত্রিপুরার সংগীত চর্চাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করেছে। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার শিল্পীরা নিয়মিত পারস্পরিক বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে আয়োজিত বিভিন্ন ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুই অঞ্চলের শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন করেছেন। আধুনিক বাংলা গান, চলচ্চিত্রের গানসবই সীমান্ত অতিক্রম করে দুই অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছায়।

নদী: সভ্যতার নীরব সাক্ষী

বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সম্পর্কের আরেকটি নীরব সাক্ষী নদী। গোমতী, মুহুরী ও ফেনীর মতো আন্তঃসীমান্ত নদীগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ, কৃষি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতিকে সংযুক্ত রেখেছে। নদী এখানে কেবল ভৌগোলিক সত্তা নয়; এটি লোকগান, স্মৃতি ও জনজীবনেরও অংশ। এই নদীগুলোর তীরে গড়ে ওঠা গ্রামগুলি ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও লোকাচারে একই পরিবেশ ভাগ করে নিয়েছেযা ইঙ্গিত করে, ভৌগোলিক সীমানা বদলালেও নদীকেন্দ্রিক জীবন ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সহজে ভেঙে যায় না।

খাদ্যসংস্কৃতি: স্বাদের আত্মীয়তা

ভাত, মাছ, শুঁটকিবাংলাদেশ ও ত্রিপুরার প্রধান খাদ্য। তবে পার্থক্যও আছে। ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলে বাঁশকোঁড়ল একটি জনপ্রিয় খাবারপার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছেও এটি সমানভাবে পরিচিত। পিঠা, পুলিশীতের উৎসবে দুই অঞ্চলেই তৈরি হয়। আগরতলায় অনুষ্ঠিত "পিঠে পুলি উৎসব" এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে। মসলার ব্যবহারে বৈচিত্র্য থাকলেও মূল উপাদানগুলো একই, যা দুই অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিগত আত্মীয়তাকে নির্দেশ করে।

দুই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে খাদ্য ও সংস্কৃতির এই বিনিময়কে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার সৌজন্য উপহার হিসেবে ত্রিপুরায় হরিভাঙ্গা আম পাঠিয়েছে, আর ত্রিপুরা পাঠিয়েছে কুইন জাতের আনারসএটি কেবল কূটনৈতিক অঙ্গভঙ্গি নয়, বরং দুই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও মৌসুমি উৎসবের পারস্পরিক বিনিময়ের প্রতীক।

সমসাময়িক সম্পর্ক: সহযোগিতার নতুন দিগন্ত

বর্তমানে বাংলাদেশ—ত্রিপুরা সম্পর্ক কেবল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সমসাময়িক ও ভবিষ্যতমুখী অংশীদারত্ব। ভারত ও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সুসম্পর্কের পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটন এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে বহুমুখী সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগরতলা—আখাউড়া রেল যোগাযোগ এবং মৈত্রী সেতু এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা সহযোগিতা বাড়ছে; ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমআরএইউ) এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতা বিনিময়ে একটি সমঝোতা স্মারক (থ্ঞ্রড্ড) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে ত্রিপুরার বহু রোগী নিয়মিত চিকিৎসা নেন।

আগরতলা বইমেলায় বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদের নিয়মিত অংশগ্রহণ দুই অঞ্চলের সাহিত্যিক যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগরতলায় দ্বিতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেনএটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনের উৎসব ছিল। বাংলাদেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠান, নাটক ও সংগীত যেমন ত্রিপুরার দর্শকের কাছে জনপ্রিয়, তেমনি ত্রিপুরার শিল্পী ও কর্মকাণ্ডও বাংলাদেশের জনপরিসরে পরিচিতি লাভ করেছে। সীমান্তবর্তী বাণিজ্য ও সীমান্ত হাটগুলো কেবল বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়; এগুলো দুই পাড়ের মানুষের ভাষা, অভিবাদন, লোকগান, রান্না ও জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা বিনিময়েরও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ডিজিটাল যুগে অনলাইন সাহিত্যচর্চা, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন আয়োজনের প্রচার এবং ভার্চুয়াল সঙ্গীতানুষ্ঠান দুই অঞ্চলের যুবসমাজকে আরও কাছে এনেছে।

সম্প্রীতি ও আঞ্চলিক কূটনীতি

বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ায় সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদ জোসেফ নাই প্রবর্তিত "সফট পাওয়ার" বা নরম শক্তির ধারণার সফল বাস্তবায়ন দেখা যায় এই আন্তঃসীমান্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ভারত ও বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক কাঠামোর আওতায় এই ধরনের সহযোগিতা কঠোর রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরও সুদৃঢ় করে। ইউনেস্কোর ঐতিহ্য সংরক্ষণ উদ্যোগ, যৌথ সাহিত্য উৎসব, আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গবেষণা সহযোগিতাএই সবই সীমান্ত পেরিয়ে *সাতের পাতায় দেখুন*

ভদ্র কে, অভদ্র কে?

আগরতলা, ৩ আগস্ট।। আমাদের সমাজে আমরা প্রায়ই মানুষের দুটি ভাগ লক্ষ্য করে থাকি ভদ্র এবং অভদ্র। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভদ্রতার প্রকৃত

অভিজিৎ সামন্ত
(ইংরেজি শিক্ষক)

সংজ্ঞা কী? দামি পোশাক, উচ্চশিক্ষা, বড় চাকরি কিংবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত অবস্থান কি একজন মানুষকে ভদ্র বানায়? নাকি মানুষের ব্যবহার, কথাবার্তা, সততা এবং অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই প্রকৃত ভদ্রতার পরিচয় বহন করে?

অনেক সময় দেখা যায়, একজন ব্যক্তি অত্যন্ত দামী পোশাক পরেন, সাবলীল ভাষায় কথা বলেন এবং সমাজে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু সুযোগ পেলেই তিনি অন্যকে অপমান করেন, দুর্বল মানুষের অধিকার কেড়ে নেন কিংবা নিজের স্বার্থের জন্য অসত্যের আশ্রয় নেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি ভদ্র হলেও, তাঁর আচরণ কি সত্যিই ভদ্রতার পরিচয় দেয়?

অন্যদিকে, এমন অনেক সাধারণ মানুষ আছেন যাদের হয়তো উচ্চশিক্ষা নেই, অর্থ-সম্পদও সীমিত কিংবা দামী পোশাক ও পরেন না। কিন্তু তারা অন্যের কষ্ট বোঝেন, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, মিথ্যা বলেন না এবং কাউকে ছোট করে দেখেন না। সমাজে হয়তো তাদের পরিচিতি কম, কিন্তু তাদের চরিত্রই তাদের প্রকৃত ভদ্র মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রকৃত ভদ্র মানুষ কখনো নিজের ভদ্রতার প্রচার করেন না। তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন। ভদ্রতা মানে কেবল নম্রভাবে কথা বলা নয়; ভদ্রতা হলো অন্যের মতামতকে সম্মান করা, ভুল হলে তা স্বীকার করা, ক্ষমা চাইতে পারা এবং কাউকে অকারণে কষ্ট না দেওয়া।

অভদ্রতা কেবল উচ্চস্বরে কথা বলা বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যের সম্মান নষ্ট করা, অহংকারে অন্ধ হয়ে যাওয়া, দুর্নীতি করা, প্রতারণা করা, সামাজিক মাধ্যমে কাউকে অপমান করা কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করাও অভদ্রতারই প্রকাশ। একজন মানুষ যতই শিক্ষিত বা ধনী হোন না কেন, যদি তাঁর মধ্যে মানবিকতা না থাকে, তবে তাঁর ভদ্রতার দাবিও প্রশ্নের মুখে পড়ে।

আজকের ডিজিটাল যুগে ভদ্রতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতের অমিল হলেই অনেকেই ব্যক্তিগত আক্রমণ, বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য কিংবা অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন। অথচ মতের ভিন্নতা থাকতেই পারে। একজন সত্যিকারের ভদ্র মানুষ যুক্তি দিয়ে কথা বলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন না।

পরিবার একজন মানুষের প্রথম শিক্ষালয়। শিশুরা বড়দের আচরণ দেখেই ভদ্রতা বা অভদ্রতা শিখে। তাই পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজসব ক্ষেত্রেই মানবিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মানবোধের শিক্ষা দেওয়া জরুরি। কারণ ভদ্রতা কোনো বিষয়ের সনদ নয়; এটি চরিত্রের পরিচয়। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত অন্যকে বিচার করার আগে নিজের আচরণের দিকে তাকানো। আমরা কি অন্যের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে কথা বলি? আমরা কি ভুল স্বীকার করতে পারি? আমরা কি দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়াই? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে আমরা সত্যিকার অর্থে কতটা ভদ্র। সবশেষে বলা যায়, ভদ্রতা মানুষের বাহ্যিক পরিচয়ে নয়, তার চরিত্রে বাস করে। একজন ভদ্র মানুষ নিজের মর্যাদা রক্ষা করেন, আবার অন্যের মর্যাদাকেও সমান গুরুত্ব দেন। আর অভদ্র মানুষ নিজের অহংকারকে বড় করে দেখেন, কিন্তু মানুষের সম্মানকে ছোট করে ফেলেন। তাই আসুন, আমরা কেবল ভদ্র বলে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা না করে, এমন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি যার ব্যবহার, সততা, বিনয় ও মানবিকতা অন্যদের কাছে ভদ্রতার প্রকৃত উদাহরণ হয়ে ওঠে। কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষের পরিচয় তার কথায় নয়, তার কাজে প্রকাশ পায় ।আবার মৃত্যুর পরও যদি মানুষ আপনার জন্য এক ফোটা চোখের জল ফেলে এবং আপনার কথা স্মরণ করে সেই ঘটনাকেও ভদ্রতার এক বিশেষ অবদান ধরে নিতে হবে।।

কালের আলো
কলকাতা
KALER ALO
PRGI No. TRBEN/25/A0016
Tuesday,
4 August, 2026
মঙ্গলবার,
১৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩

■ বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জন স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রার্থী প্রশান্ত কিসোর জয়ী।

সুপ্রিম কোর্টে বাড়ছে বিচারপতির সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট : দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় পাস হয়েছে 'সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতির সংখ্যা) সংশোধনী বিল, ২০২৬'। এই বিল কার্যকর হলে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতিকে (ঙ্খজ্ঞজ্ঞ) বাদ দিয়ে বিচারপতির অনুমোদিত সংখ্যা বর্তমান ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ করা হবে। সরকারের দাবি, বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিচারপ্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তির গতি বাড়বে।

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিচারব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, কার্যকর ও জনমুখী করে তুলতে ধারাবাহিক সংস্কার করা হচ্ছে। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আদালতের ওপর চাপ কমাতে বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এই সংশোধনী সেই লক্ষ্য পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে চলতি বছরের মে মাসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একটি অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে ৩৭-এ উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছিলেন। এবার সেই সিদ্ধান্তকে স্থায়ী আইনি ভিত্তি দিতে সংসদে সংশোধনী বিল আনা হয় এবং লোকসভায় তা পাস হয়।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে ৯২ হাজারেরও বেশি মামলা বিচারাধীন ছিল। যদিও ২০১৯ সাল থেকে আদালত প্রায় পূর্ণ অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যায় কাজ করেছে, তবুও মামলার জট উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়নি।

গত বছরের তথ্য অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টে ৭৫,৪১০টি নতুন মামলা দায়ের হয়েছে, অথচ নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৫ হাজারের কিছু বেশি মামলা। ফলে প্রতি বছর নিষ্পত্তির তুলনায় নতুন মামলার সংখ্যা বেশি হওয়ায় বিচারাধীন মামলার বোঝা ক্রমাগত বাড়ছে। বহু পুরনো মামলা এবং একাধিক বিচারপতির বেঞ্চে শুনানির প্রয়োজন হওয়া সংবিধান-সংক্রান্ত মামলাগুলির নিষ্পত্তিতেও দীর্ঘ সময় লাগছে। সরকারের মতে, বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি এই সংকট মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা নেবে।

তবে বিলটি পাস হওয়ার আগে লোকসভায় বিরোধী সদস্যদের বিক্ষোভে একাধিকবার অধিবেশন মুলতবি করতে হয়। সংক্রান্ত ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের *সাতের পাতায় দেখুন*

আর জি কর নির্যাতিতার স্মৃতিতে সাত দিন একান্তে কাটাবেন মা

কলকাতা, ৩ আগস্ট : আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির আগে তাঁর মা তথা পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ সাত দিন একান্তে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই সময় তিনি কারোর সঙ্গে ফোনে বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন না এবং কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন না।

রত্না দেবনাথ রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় বলেন, তিনি ব্যক্তিগত কারণে সাত দিন জনজীবন থেকে দূরে থাকবেন। তবে তাঁর জনসংযোগ কার্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই চলবে। এই সময়কালে তিনি সকলকে তাঁর অনুপস্থিতি অনুধাবন করতে এবং সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় রত্না দেবনাথ নিজের মেয়েকে স্মরণ করে বলেছিলেন যে, ৮ আগস্ট রাতে তাঁর মেয়ে যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছিল, তা ভেবে আজও তাঁর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, ৯ আগস্ট ২০২৪-এর সকালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে ওই জুনিয়র চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ডিউটিতে থাকাকালীন ৮ আগস্ট রাতে তাঁকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।

এই ঘটনার পর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক তদন্ত কলকাতা পুলিশ করলেও পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সে বর্তমানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করছে। এরই মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর সিবিআই নতুন তদন্তকারী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই মামলার কিছু দিক নিয়ে পুনরায় তদন্ত শুরু করেছে।

ওড়িশার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, বাড়ছে সাপের উপদ্রব

ভুবনেশ্বর, ৩ আগস্ট : ওড়িশায় মহানদী-সহ সমস্ত প্রধান নদীতে জলস্তর কমে আসায় বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। জলাধারে জলের আগমন কমে যাওয়ায় হীরাকুদ বাঁধ কর্তৃপক্ষ বন্যা-জল নিষ্কাশনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহানদী-সহ সমস্ত প্রধান নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলিতে জলস্তর কমে আসায় ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। হীরাকুদ জলাধারে জলের আগমন কমে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তিনটি স্পিলওয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছে; এর ফলে বন্যা-জল নিষ্কাশনের জন্য খোলা গেটের সংখ্যা ২২টি থেকে কমিয়ে ১৯টি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বন্যার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত সমীক্ষা শুরু করেছে এবং যেসব পরিবারের বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের জন্য ১ লক্ষ ২০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতির জন্যও ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ভদ্রক ও জাজপুর জেলার কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, কারণ ধান ও শাকসবজির ফসল ভেসে গেছে। বন্যা-কবলিত জেলাগুলির বেশ কয়েকটি গ্রামে জলস্তর নেমে যাওয়ার পরেও বাসিন্দারা সাপ ও অন্যান্য বিষাক্ত সরীসৃপের কামড়ের ঝুঁকির মোকাবিলা করছেন।

৬ আগস্ট মুম্বইতে যুবসমাজের সঙ্গে বিশেষ আলোচনাতে অংশ নেবেন সরসংঘচালক

মুম্বাই, ৩ আগস্ট : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) সরসংঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত আগামী ৬ আগস্ট মুম্বাইয়ের নীতা মুকেশ অম্বানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত 'ইন্ডিয়াজ ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইট নেশনস'' (আইআইএমইউএন)-এর ১৫তম বার্ষিক চ্যাম্পিয়নশিপ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন তিনি 'জেন জি' এবং 'জেন আলফা' প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে এক বিশেষ আলোচনাতেও অংশ নেবেন।

আয়োজকদের কাছ থেকে পাওয়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই সম্মেলনে দেশের ১০০টিরও বেশি শহর থেকে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী দুই হাজারেরও বেশি স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে। উদ্বোধনী অধিবেশনের মূল ভাবনা (থিম) রাখা হয়েছে 'দ্য রোল অব ইউথ ইন ইউনাইটিং দ্য ওয়ার্ল, দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ে'। এতে বিশ্ব ঐক্য, নেতৃত্ব এবং ভারতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আইআইএমইউএন-এর প্রতিষ্ঠাতা ঋষভ শাহ বলেন, কার্যকর নেতৃত্ব কেবল পরবর্তী প্রজন্মকে পথ দেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁদের চিন্তাভাবনা শোনা ও বোঝার ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, এমন এক সময়ে যখন ভারত বিশ্বমঞ্চে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে, তখন যুব সমাজের সঙ্গে অর্থবহ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি। ডঃ মোহন ভাগবত এই সম্মেলনে যোগদানের সম্মতি জানানোয় তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইএমইউএন নিজেদের একটি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বর্ণনা করে, যার উদ্দেশ্য যুব সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো। সংস্থার দাবি অনুযায়ী, তাঁদের নেটওয়ার্ক ভারতের ২৭৫টি শহর এবং বিশ্বের ৪০টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই সাড়ে ৭ কোটিরও বেশি যুবসমাজের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে নীতি নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে, যা তরুণদের বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট বক্তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সুযোগ এনে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠক শেষে বে-আইনি বাড়ি তৈরির ব্যাপারে সরকারের কঠোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৩ আগস্ট : সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা বৈঠক শেষে বে—আইনি বাড়ি তৈরির ব্যাপারে সরকাঅগ্নিমিত্রা পালরের কঠোর সিদ্ধান্তের কথা জানান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

অগ্নিমিত্রা বলেন, দোতলার নকশা অনুমোদন করিয়ে পাঁচতলা হাঁকানো কিংবা অনুমোদনহীন পেন্টহাউস বানালেই গুনতে হবে আকাশছোঁয়া জরিমানা। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক ভবনগুলির ক্ষেত্রে কর্মচারী ও গ্রাহকদের নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা দেখানো ফায়ার লাইসেন্সের মতোই বাধ্যতামূলক হতে চলেছে।

মন্ত্রী জানান, তারাতলা কাণ্ডের পর কলকাতা পুরসভা, হাওড়া, বিধাননগর-সহ রাজ্যজুড়ে নির্মাণাধীন বহুতলগুলির নকশা ও গুণমান পর্যালোচনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই তদন্তের সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে।

পাশাপাশি ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখটিকে ''কাট অফ ডেট'' হিসেবে ধার্য্য করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নির্মিত কোনও ভবনের বিষয়ে অভিযোগ এলে বা সরকারি সমীক্ষায় নকশায় সামান্য মাপজোকের গরমিল ধরা পড়লে তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু মারাত্মক অসঙ্গতি বা অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত ফ্লোর তৈরি করা হলে রেসিডেনশিয়াল ও কমার্শিয়াল উভয় ভবনের ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণ শাস্তিযোগ্য জরিমানা করা হবে।

বন্যাদুর্গতদের পাশে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ, ত্রাণসামগ্রী ও বাঁশ পাঠানোর উদ্যোগ

হাফলং , ৩ আগস্ট : অসমের বিভিন্ন জেলায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার উদ্যোগে পরিষদের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী, বিশেষ করে গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহারের জন্য বাঁশসহ বিভিন্ন সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ আবারও প্রমাণ করেছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কঠিন সময়ে রাজ্যের মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাদের অন্যতম অঙ্গীকার। বন্যায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করতে এই সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যাদুর্গতদের জরুরি প্রয়োজন বিবেচনা করে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশেষ করে বাঁশ ঘরবাড়ি মেরামত, অস্থায়ী আশ্রয় শিবির নির্মাণ এবং পুনর্বাসন কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেবোলাল গার্লোসা বলেন, দুর্যোগের এই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সবসময় মানবিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে এবং ভবিষ্যতেও যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এই মানবিক উদ্যোগকে বিভিন্ন মহল সাধুবাদ জানিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সংকটের সময় পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের এই দৃষ্টান্ত অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে এবং বন্যাদুর্গত মানুষের দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব করতে সহায়ক হবে।

আইনের প্রশ্ন যেমন আছে মানবিক দায়বদ্ধতা দেখতে নিদান আদালতের

কলকাতা, ৩ আগস্ট : উন্নয়ন আর জীবিকার এই টানাপোড়েনের মাঝেই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের স্পষ্ট বার্তা, আইনের প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনই রয়েছে মানবিক দায়বদ্ধতাও।

সোমবার আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা-বাগান মৌজায় প্রস্তাবিত জয়গাঁও স্থলবন্দর নির্মাণকে ঘিরে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, উচ্ছেদের মুখে পড়া পরিবারগুলির জন্য মানবিক ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা বিবেচনা করে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে। একই সঙ্গে মামলাকারীকেও বিস্তারিত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার নথি অনুযায়ী, ভারত-ভুটান সীমান্তে বাণিজ্য আরও গতিশীল করতে আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা-বাগান সংলগ্ন এলাকায় জয়গাঁও স্থলবন্দর গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের জন্য সীমানা নির্ধারণের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

অভিযোগ, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অন্তত ৮১টি আদিবাসী পরিবারকে ওই এলাকা ছাড়তে হবে। তাঁদের দাবি, ১৯৪০ সাল থেকে তাঁরা ওই এলাকায় বসবাস করছেন। শুধু বসবাসই নয়, বহু পরিবারের ভোটার পরিচয়পত্র, রেশন কার্ড, আধার-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিচয়পত্রেও সেই ঠিকানার উল্লেখ রয়েছে।

নিউ হারাঙ্গাজাওয়ে রেললাইন মেরামত অব্যাহত, আরও দুই এক্সপ্রেস বাতিল

হাফলং , ৩ আগস্ট : লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে আগষ্ট মাসের শেষে রেল চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড় লাইনের নিউ হারাঙ্গাজাও রেলস্টেশনের কাছে রেললাইনের (লাইন-১ ও লাইন-২) মাটি বসে যাওয়ার ঘটনায় লামডিং—বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল এখনও ব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেলপথ মেরামতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। তবে মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় মঙ্গলবার ও বুধবার আরও দুটি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল এবং সাতটি ট্রেনের যাত্রার সময় পুনর্নির্ধারণের ঘোষণা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেল সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত লাইন-১ ও লাইন-২ এখনও পরিষেবার উপযোগী না হওয়ায় বর্তমানে লামডিং—বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে ট্রেন চলাচল শুধুমাত্র লাইন-৩ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি ট্রেনকে কঠোর নিরাপত্তা বিধি মেনে সীমিত গতিতে চলাচল করানো হচ্ছে এবং রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সার্বক্ষণিকভাবে রেলপথের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তবে লামডিং বদরপুর পাহাড় লাইনে রেল চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। চলতি মাসের শেষে পাহাড় লাইনে সম্পূর্ণ রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে সোমবার এমনটাই জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। ঘোষণা অনুযায়ী, ৪ আগস্ট যাত্রা শুরু করার কথা থাকা ১৫৬১৫ গুয়াহাটি---শিলচর এক্সপ্রেস এবং ৫ আগস্টের ১৫৬১৬ শিলচর---গুয়াহাটি এক্সপ্রেস সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ১৫৬৫০ নারেঙ্গি---আগরতলা, ১৫৬৪৯ আগরতলা---নারেঙ্গি, ১৫৬০৯ গুয়াহাটি---সাইরাং, ১৫৬১০ সাইরাং---গুয়াহাটি, ১৫৬১১ রাঙ্গিয়া---শিলচর, ১৫৬১২ শিলচর---রাঙ্গিয়া এবং ১৫৬২৮ শিলচর—কোয়েম্বাটুর এক্সপ্রেস-এর যাত্রার সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৫৬২৫ দেওঘর---আগরতলা এক্সপ্রেস পথে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির জেরে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের নিচের মাটি ধসে বসে যাওয়ায় পাহাড়ি রেলপথে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর থেকেই রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত অংশে মাটি ভরাট, ঢাল স্থিতিশীল করা এবং রেললাইন নিরাপদ করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও রেলপথ মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের ভ্রমণের আগে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের সর্বশেষ সময়সূচি যাচাই করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে আরও অপারেশনাল পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ অধিকারিক কে কে শর্মা।

ট্রাই চালু করল 'মাই কল' অ্যাপের নতুন সংস্করণ গ্রাহকরা জানাতে পারবেন কল পরিষেবার ত্রুটি

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট : দেশে মোবাইল ভয়েস কলের মান উন্নত করতে এবং গ্রাহকদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় ট্রাই কমিউনিকেশন নিয়ামক সংস্থা (ট্রাই) সোমবারে 'ট্রাই মাই কল' মোবাইল অ্যাপের একটি নতুন (পুনর্নবীকৃত) সংস্করণ চালু করেছে। এই নতুন অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহকরা প্রতিটি ভয়েস কলের পর তার গুণমানকে এক থেকে পাঁচ স্টার পর্যন্ত রেটিং দিতে পারবেন। এর পাশাপাশি কল ড্রপ, অডিওতে বিলম্ব, ক্রস কানেকশন এবং কল কানেক্ট হতে অতিরিক্ত সময় লাগার মতো সমস্যাগুলির তথ্য সরাসরি নথিভুক্ত করতে পারবেন।

ট্রাই-এর চেয়ারম্যান অনিল কুমার লাহোটি অ্যাপটি চালু করে বলেন, যদিও এটিকে পুনর্নবীকৃত সংস্করণ বলা হচ্ছে, তবে ব্যবহারিক দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ নতুন এবং একটি বিস্তৃত ব্যবস্থা। এই অ্যাপের উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকদের স্বেচ্ছায় তাঁদের ভয়েস কলের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করার জন্য একটি সহজ ব্যবস্থা প্রদান করা। গ্রাহকরা কল শেষ হওয়ার সাথে সাথে ভেসে ওঠা পপ-আপের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অ্যাপে গিয়ে নিজেদের রেটিং নথিভুক্ত করতে পারবেন এবং নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত সমস্যার তথ্য শেয়ার করতে পারবেন।

তিনি বলেন, নতুন অ্যাপে গ্রাহকরা তাঁদের পুরানো ফিডব্যাকের রেকর্ডও দেখতে পারবেন এবং নিজেরাই নেটওয়ার্ক কভারেজ পরীক্ষা করতে পারবেন। গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে তাঁদের নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট ত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে ট্রাই এই তথ্যগুলি নিজেদের পরিষেবার গুণমান নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে ব্যবহার করবে।

ট্রাই-এর নয় বছরের পুরোনো ''মাই কল'' অ্যাপটিতে আধুনিক স্মার্টফোন, বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড-১২ এবং তার ওপরের সংস্করণগুলির সাথে প্রযুক্তিগত সামঞ্জস্যের সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। এই কারণেই অ্যাপটিকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে 'ভাষিণী' প্ল্যাটফর্ম থেকে বহুভাষিক সুবিধাও যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার গ্রাহকরা সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

নতুন অ্যাপে গ্রাহকরা যেকোনো ভয়েস কলকে এক থেকে পাঁচ স্টার পর্যন্ত রেটিং দিতে পারবেন। যদি কলের গুণমান তিন স্টার বা তার কম নথিভুক্ত করা হয়, তবে গ্রাহকরা কল ড্রপ, গলার আওয়াজ কেটে যাওয়া, ইকো, অডিওতে বিলম্ব, ক্রস কানেকশন, একদিক থেকে আওয়াজ না আসা অথবা কল কানেক্ট হতে বেশি সময় লাগার মতো নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি নির্বাচন করতে পারবেন। অ্যাপটিতে নেটওয়ার্ক কভারেজ পরীক্ষার সুবিধাও দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা নিজেদের অবস্থানের উপলব্ধ সিগন্যালের প্রকৃত অবস্থা এবং ব্যবহৃত নেটওয়ার্কপ্রযুক্তি (যেমন ৪জি বা ৫জি)-র তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়া ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপে স্থানভিত্তিক নিজেদের পূর্ববর্তী রেটিং এবং নেটওয়ার্কসংক্রান্ত তথ্যও দেখতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপিআই সাংসদদের বৈঠক নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ৩ আগস্ট : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মঙ্গলবার এনসিপিআই সাংসদদের বৈঠকে কি বাড়ছে কাকলি শিবিরের সংখ্যা? সোমবার এই জল্পনা উস্কে দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, '২০ জন থাকবেন বলে আমিও শুনেছি। তার থেকে যদি বেড়ে যায়, সেটা কালকে বোঝা যাবে।' এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংসদে বাদল অধিবেশনের শুরুতেই এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। প্রথমে কথা ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে বৈঠক হবে। পরে ঠিক হয়, বঙ্গভবনে বৈঠক হবে।কিন্তু, বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য গত ২৮ জুলাই দিল্লি যেতে পারেননি শুভেন্দুবাবু। অবশেষে বাদল অধিবেশনের তৃতীয় সপ্তাহে এসে চূড়ান্ত হল, বঙ্গভবনে মঙ্গলবার এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপিআই সাংসদদের বৈঠকে ২০ জন সাংসদ থাকবেন, নাকি সংখ্যাটা তার চেয়ে বেশি হবে, তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

দশদিগন্ত

■ আগরতলা শহরের একাধিক ঐতিহ্যবাহী জলাশয় সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা।

দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে চালু হলো কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট, হৃদরোগ চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

কালের আলো প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরার মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হলো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) চালু হয়েছে। ইউনিট চালুর পর ইতোমধ্যেই ২ আগস্ট একজন হৃদরোগী সেখানে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে জেলার বাসিন্দাদের হৃদরোগ সংক্রান্ত জরুরি চিকিৎসার জন্য আর আগের মতো বাইরে যেতে হবে না বলেই মনে করছে স্বাস্থ্য দপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর জানিয়েছে, গত ৩১ জুলাই দক্ষিণ জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিতে, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা এবং দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জে. এম. দাস।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল হাসপাতালের ল্যাবরেটরি, বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) এবং নব চালু হওয়া কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট ঘুরে দেখেন। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা এবং বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন।

হাসপাতাল পরিদর্শনের শেষে স্বাস্থ্য সচিবসহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মানের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতারও ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁরা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের পাশাপাশি কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট চালু হওয়ায় জেলার মানুষের জন্য উন্নত হৃদরোগ চিকিৎসা এখন আরও সহজলভ্য হবে। গুরুতর অসুস্থ ও হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীরা দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এর ফলে সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আগরতলা বা অন্যত্র রোগী রেফার করার প্রয়োজনও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী ও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দক্ষিণ জেলার বাসিন্দাদের জন্য এই কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট চালু হওয়া স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মেলাঘরে হোম বেসড নিউবর্ন কেয়ার কর্মসূচি প্রসূতি মায়েদের বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যপরিষেবা

কালের আলো প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অন্তর্গত মেলাঘর এমসিএইচ (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ) ক্লিনিক এবং মোহনভোগ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের আশাকর্মীদের উদ্যোগে সোমবার হোম বেসড নিউবর্ন কেয়ার (এইচবিএনসি) কর্মসূচির আওতায় নবজাতক ও প্রসূতি মায়েদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করা হয়।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশাকর্মীরা নবজাতকদের শারীরিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় শিশুর ওজন, শরীরের তাপমাত্রা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যগত অবস্থাও মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যকর্মীরা বিশেষভাবে মায়েদের মাতৃদুগ্ধ পান করানোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। নবজাতকের জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ পান করানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এছাড়া শিশুর বয়স ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর পুষ্টিকর পরিপূরক খাদ্য শুরু করার পাশাপাশি দুই বছর বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পান করিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এ সময় নবজাতকের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সংক্রমণ প্রতিরোধ, সময়মতো টিকাকরণ এবং কোনো শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার বিষয়েও পরিবারগুলিকে সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো নবজাতকের সুস্থ বৃদ্ধি ও নিরাপদ বিকাশ নিশ্চিত করা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, হোম বেসড নিউবর্ন কেয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে মা ও শিশুর মৃত্যুহার কমানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে জম্পুইজলায় ১৪০০ জন মহিলার হাতে সুতা বিতরণ

কালের আলো প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ৩ আগস্ট।। জনজাতি মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন প্রকল্পের আওতায় জম্পুইজলা বিএসি এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি এক বৃহৎ সুতা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত পেকুয়ারজলা এডিসি ভিলেজের গাংঠাকুর বাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ১,৪০০ জন জনজাতি মহিলার হাতে এক কেজি ৫০০ গ্রাম করে সুতা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জম্পুইজলা বিএসি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য জনজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। তাঁত ও হস্তশিল্পভিত্তিক জীবিকাকে আরও প্রসারিত করতে এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি উপভোক্তাদের সুতা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনের মাধ্যমে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সুতা বিতরণ কর্মসূচি সেই উদ্যোগেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা বিএসি-র ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কলই, ডুকলি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর ঘোষ, সমাজসেবী নিরন দেববর্মা, সমাজসেবী নিতাই শীল, সমাজসেবী রবীন্দ্র দেববর্মাসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে উপভোক্তারা সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং জানান, বিনামূল্যে সুতা পাওয়ায় তাঁরা তাঁতশিল্পের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জনজাতি মহিলাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

‘মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান’ শিবিরে ২৪০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কালের আলো প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩ আগস্ট।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ধলাই জেলার গঙ্গানগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএইচসি)-এর অন্তর্গত গঙ্গানগর বাজার কমিউনিটি হলে গত ৩১ জুলাই ব্লক স্তরের বিশেষ ‘মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান’ স্বাস্থ্য শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই স্বাস্থ্য শিবিরে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিবিরে আগতদের সাধারণ শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের স্ক্রিনিং করা হয়। ম্যালেরিয়া জীবাণুর উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগের উপসর্গযুক্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় এক্স-রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এইচআইভি/এইডস ও হেপাটাইটিস সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধমূলক পরামর্শ এবং রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের সুবিধাও প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ব্লক স্তরের এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ২৪০ জন স্থানীয় বাসিন্দা সরাসরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সেবা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ওষুধ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ধলাই জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের জনমুখী স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভবিষ্যতেও জেলার বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন অব্যাহত থাকবে, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সহজেই উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা লাভ করতে পারেন।

দীর্ঘ বিতর্কের অবসান, হরিণা জগন্নাথ জিউর মন্দির উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস

কালের আলো প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩ আগস্ট।। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিতর্ক, মতভেদ ও প্রশাসনিক জটিলতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পূর্ব হরিণা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিণা শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউর মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার সকাল ৯টায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিরোধী দলনেতা তথা ৪০-সাব্রুম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রকল্পটির শুভ সূচনা করেন।

জানা গেছে, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দিরের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের আওতায় মন্দির প্রাঙ্গণের পরিকাঠামো উন্নয়ন, দর্শনার্থীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সভাপতি স্বপন সরকার, সম্পাদক সুদর্শন চক্রবর্তী, কমিটির অন্যান্য সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং দল-মত-নির্বিশেষে এলাকার বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের সূচনা হিসেবে অভিহিত করেন।

উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে এই উন্নয়ন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় কিছু আপত্তি এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করা সম্ভব না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে জটিলতার সমাধান হওয়ায় অবশেষে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, হরিণা শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউর মন্দির শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উপাসনালয় নয়, এটি এলাকার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সম্প্রীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। তাই মন্দিরের উন্নয়ন শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংগঠিত করবে না, পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে আর কোনো বিতর্ক বা বাধা নয়, উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই বজায় থাকবে এবং জগন্নাথ জিউর মন্দির আরও আকর্ষণীয় ও সেবামুখী ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হবে।

বিশালগড়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে জোর প্রস্তুতি মহকুমা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণেই মূল অনুষ্ঠান

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগস্ট।। আগামী ১৫ আগস্ট দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও দেশাত্মবোধের আবহে উদযাপনের লক্ষ্যে বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়ে সোমবার এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক বিংকি সাহার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় স্বাধীনতা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এবারের মহকুমা ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ আগস্ট সকাল ৯টা ১০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এর আগে মহকুমা জুড়ে প্রভাতফেরী ও বর্ণাঢ্য র‍্যা লির আয়োজন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেবেন।

মূল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য, নৃত্যনাট্যসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ এবং দেশের ঐক্য, সংহতি ও উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরতেই এই সাংস্কৃতিক পর্বের আয়োজন করা হচ্ছে।

এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে মহকুমার হাসপাতাল ও সংশোধনাগারে রোগী ও আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতি সভায় অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব বণ্টন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা

বিলোনিয়ায় ‘স্পন্দন লিগ’ রাজ্য-স্তরের ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন, মাঠে নামল ৮ জেলা

কালের আলো প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া বিকেআই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে সোমবার সকাল ৭টায় ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার গোকুলনগর সেক্টর বিএসএফ এবং ৪৩ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে ‘স্পন্দন লিগ’ রাজ্য-স্তরের ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলার প্রসার, শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোকুলনগর সেক্টরের ডিআইজি, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি এবং বিএসএফের ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ড্যান্ট এম. রবীন্দ্রসহ বিএসএফ ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। অতিথিরা খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানিয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, ঐক্য এবং *সাতের পাতায় দেখুন*

রাজ্যপালের হাত ধরে ত্রিপুরায় ‘১০ কোটি নেশামুক্ত ভারত শপথ অভিযান’ ও ‘বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব রক্তদান অভিযান’-এর রাজ্যস্তরের সূচনা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। মাদকমুক্ত, সুস্থ ও সচেতন সমাজ গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগরতলার আড়ালিয়া ব্রহ্মাকুমারীজের জ্ঞানোদয় ভবনে সোমবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মাকুমারীজের প্রয়াত প্রধান প্রশাসক দাদি প্রকাশমণিজির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত ‘১০ কোটি নেশামুক্ত ভারত শপথ অভিযান’ এবং ‘বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব রক্তদান অভিযান’-এর রাজ্যস্তরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

রাজযোগ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মেডিক্যাল উইং, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, যুবসমাজকে নেশামুক্ত জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে মানবসেবার আদর্শকে প্রসারিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার যুবসমাজই রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাঁদের সুস্থ, সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মাদকের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। তিনি যুবসমাজকে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাদককে ‘না’ বলার আহ্বান জানান এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, স্বচ্ছ মন ও সুস্থ দেহ নিয়েই জীবনের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। যুবসমাজকে শুধু নিজেরাই নেশামুক্ত থাকার শপথ নিলেই চলবে না, বরং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও সমাজে নেশামুক্তির দূত হিসেবে কাজ করতে হবে। বন্ধু, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও এই জনসচেতনতামূলক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্যপাল আরও বলেন, মাদকাসক্তি শুধু একজন ব্যক্তির নয়, একটি পরিবার ও সমাজের জন্যও ভয়াবহ অভিশাপ। তাই এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সংস্থা, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে একযোগে কাজ করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ত্রিপুরাকে মাদক প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম আদর্শ রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ সফলভাবে আয়োজনের জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং রাজযোগ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিভাস দেব বক্তব্য রাখেন। ব্রহ্মাকুমারীজের অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ সেবা কেন্দ্রসমূহের ইন-চার্জ বি.কে. জোনালি স্বাগত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, দাদি প্রকাশমণিজির আদর্শকে সামনে রেখে মানবকল্যাণ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে ব্রহ্মাকুমারীজের ভাই-বোন, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত সমাজ গঠন, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে মানবসেবার বার্তা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

লোক ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির মাধ্যমে নেশামুক্তির শপথ গ্রহণ, সচেতনতামূলক প্রচার এবং রক্তদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুস্থ, সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

টুকিটাকি

■ কুমারঘাটে বিদ্যুৎ নিগমের ডিভিশন অফিসের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যান্যরা।

জম্পুইজলায় দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধার মহড়া ও প্রশিক্ষণ

কালের আলো প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ৩ আগস্ট।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত, সমন্বিত ও কার্যকর উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে জম্পুইজলা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার মধ্য ঘনিয়ামারা (তৌয়কেরমা) এলাকায় একটি ওয়ান-ডে ওরিয়েন্টেশন-কাম-ট্রেনিং এবং বাস্তবধর্মী উদ্ধার মহড়ার আয়োজন করা হয়। বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য সম্ভাব্য দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করতে হয়, সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষকদের মতে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো পূর্বপ্রস্তুতি। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মহড়ার মাধ্যমে সরকারি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং উদ্ধারকারী বাহিনীর সদস্যরা বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করেন। এতে জরুরি মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বিতভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলার মহকুমা শাসক (এসডিএম) অমিতাভ চাকমা, ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার কো-অর্ডিনেটর (ডিডিসিএম) সুদীপ দেববর্মা, এনডিআরএফ-এর ইন্সপেক্টর নাগরাজ সিং এবং টিএসআরের নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম। এছাড়াও এনডিআরএফ, টিএসআর, সিভিল ভলান্টিয়ার, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মধ্য ঘনিয়ামারা গ্রামের একটি পুকুরে বাস্তবধর্মী উদ্ধার মহড়া পরিচালিত হয়। মহড়ায় পানিতে আটকে পড়া ব্যক্তিদের নিরাপদে উদ্ধার, লাইফ সেভিং কৌশল প্রয়োগ, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি প্রদর্শন করা হয়। প্রশিক্ষকরা উদ্ধার অভিযানে নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা এবং দ্রুত সাড়া দেওয়ার বিভিন্ন কৌশলও তুলে ধরেন।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসন, উদ্ধারকারী বাহিনী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজকদের বক্তব্য, ভবিষ্যতেও মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার মহড়ার আয়োজন করা হবে, যাতে দুর্যোগের সময় প্রশাসন, উদ্ধারকারী সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণ সমন্বিতভাবে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় আরও সক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

কমলপুরে স্কুটি—ইলেকট্রিক অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত যুবক, ধাক্কা দিয়ে পালানোর অভিযোগ

কালের আলো প্রতিনিধি, কমলপুর, , ৩ আগস্ট।। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার হালহালি ৪০ ফুটি ব্রিজ এলাকায় সোমবার এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক। স্কুটি ও একটি ইলেকট্রিক অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত যুবকের নাম বিক্রম দেববর্মা (২৭)। তিনি হালহালি অপারেস্কর এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার হালহালি ৪০ ফুটি ব্রিজ দিয়ে স্কুটি চালিয়ে যাওয়ার সময় একটি ইলেকট্রিক অটো তাঁর স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বিক্রম দেববর্মা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত ইলেকট্রিক অটোটি ঘটনাস্থলে না থেমেই দ্রুত পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

দুর্ঘটনার শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ও পথচারীরা ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে দ্রুত কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার *সাতের পাতায় দেখুন*

উত্তর ত্রিপুরায় ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ সফল করতে প্রস্তুতি সভা

৯ থেকে ১৭ আগস্ট জেলাজুড়ে নানা কর্মসূচি

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ আগস্ট।। দেশব্যাপী পালিতব্য ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোমবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে কর্মসূচির সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল. ডার্লং, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, পানিসাগরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক মানস ভট্টাচার্য্য, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান-চেয়ারপার্সন, জেলার আটটি ব্লকের বিডিও এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেশপ্রেম ও জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা তুলে ধরতে একাধিক সচেতনতামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে যুবরাজনগরে একটি বাইক র‍্যা লি অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি দশদা ও লালজুরী ব্লকের যৌথ উদ্যোগে একটি বাইসাইকেল র‍্যা লি আয়োজন করা হবে। পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে পানিসাগরে ই-রিক্সা র‍্যা লি অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকায় রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জেলা প্রশাসন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ‘তিরঙ্গা কনসার্ট’ আয়োজন করা হবে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে। এই কনসার্টে দেশাত্মবোধক গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জাতীয় ঐক্যের বার্তা তুলে ধরা হবে।

এছাড়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে।

প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, জাতীয় পতাকার তাৎপর্য এবং দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকায় তিরঙ্গা র‍্যা লি অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে কদমতলা ব্লক এলাকাতেও তিরঙ্গা র‍্যা লির আয়োজন করা হবে, যাতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

প্রস্তুতি সভায় বক্তারা জানান, ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করা। জেলার সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবারের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিপদের ঘরে এবার বিপদ! প্রায় এক কোটি টাকার নির্মাণসামগ্রী চুরির অভিযোগে উদয়পুরে চাঞ্চল্য

কালের আলো প্রতিনিধি, উদয়পুর ৩ আগস্ট।। উদয়পুরে এক বিশিষ্ট ঠিকাদারের বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প থেকে প্রায় এক কোটি টাকার নির্মাণসামগ্রী চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত হিসেবে উদয়পুরের গোকুলপুর এগ্রিকালচার চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা বিপদ পাল এবং তাঁর ছেলে অভিজিৎ পালের নাম উল্লেখ করে রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিশিষ্ট ঠিকাদার নিহার চন্দ্র দেবনাথ। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে ঠিকাদার নিহার চন্দ্র দেবনাথের অধীনে চলা একাধিক সরকারি ও বেসরকারি নির্মাণ প্রকল্প থেকে ধাপে ধাপে রড, সিমেন্ট, ইটসহ বিভিন্ন মূল্যবান নির্মাণসামগ্রী চুরি হয়ে আসছিল। এর ফলে একাধিক প্রকল্পে কাজের গতি ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ঠিকাদারকে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

অভিযোগকারী পক্ষের দাবি, বিপদ পাল বিভিন্ন সময়ে নির্মাণকাজের সূত্রে ঠিকাদারের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত করতেন। সেই সুযোগে তিনি নির্মাণস্থলের অবস্থান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মজুত নির্মাণসামগ্রীর পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে পরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নিয়ে বিক্রি করা হতো বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি টেপানিয়া নেশামুক্তি কেন্দ্রের নির্মাণকাজ চলাকালীন বিপুল পরিমাণ নির্মাণসামগ্রী চুরির ঘটনা সামনে আসে। এরপর নির্মাণস্থলে নিরাপত্তা জোরদার করতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়। অভিযোগকারী পক্ষের দাবি, ওই সিসিটিভি ফুটেজে রাতের অন্ধকারে একটি বোলেরো গাড়িতে করে বিপদ পালকে রড ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী নিয়ে যেতে দেখা গেছে। এই ফুটেজ তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর বিপদ পাল, তাঁর ছেলে অভিজিৎ পাল এবং পরিবারের কয়েকজন সদস্য ঠিকাদার নিহার চন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চান। একই সঙ্গে চুরি হওয়া নির্মাণসামগ্রীর মূল্য পরিশোধের আশ্বাস দেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সেই অর্থ এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগকারীর দাবি।

এদিকে অভিযোগকারী পক্ষ আরও দাবি করেছে, বিপদ পালকে বিভিন্ন সময়ে *সাতের পাতায় দেখুন*

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আপনাকে আসতে হবে না। আপনি লিখে পাঠান ‘বিজ্ঞাপন দিতে চাই’। আমরা যোগাযোগ করব আপনার সাথে।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৮ ৮ ৩ ৭ ২ ৬ ৯ ৫ ৫ ৪
এই নম্বরে
সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক
কালের আলো

OFFICE OF THE
KAILASHAHAR MUNICIPAL COUNCIL
KAILASHAHAR : UNAKOTI TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No-06/KLS/MC/e-TENDER/PNIeT/2026-27 Dated – 03.08.2026

The Chief Executive Officer, Kailashahar Municipal Council, Kailashahar invites on behalf of the "Chairperson" of Kailashahar Municipal Council **percentage rate** single Bid e-tender (PWD Form-7) from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 pm on 12.08.2026 for the following works:-

Sl. No	Name of work	Estimated cost (Rs.)	Earnest money (Rs.)	Time for Completion	Time for Document Downloading and Bidding	Time and Date of Opening of Bid	Document Downloading and Bidding	Class of Bidder
1)	Construction of R.C.C Drain (Bothside) & Brick soling at North Side of Sawmill link road at Ward No.05 under Kailashahar Municipal Council , Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26. **DNIT No. 05/CEO/KMC/KLS/2026-27**	Rs. 14,40,247.00	Rs. 28,805.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2)	Construction of C.C Road & RCC Drain at Ward No.06 under Kailashahar Municipal Council , Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26. **DNIT No. 06/CEO/KMC/KLS/2026-27**	Rs. 13,96,847.00	Rs. 27,937.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3)	Construction of RCC Drain near Malakar Bari & H/O Amar Roy at Ward No.07 under Kailashahar Municipal Council , Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26. **DNIT No. 07/CEO/KMC/KLS/2026-27**	Rs. 14,65,981.00	Rs. 29,320.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4)	Construction of C.C Road , RCC Drain & Paver Block at Ward No.08 under Kailashahar Municipal Council , Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26. **DNIT No. 08/CEO/KMC/KLS/2026-27**	Rs. 13,98,315.00	Rs. 27,966.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
5)	Construction RCC Drain & slab near Lt. Kartik Kumar Sandilya House to Amit Sinha's House & Jagat paul's shop via Gias uddin House at Ward No.09 under Kailashahar Municipal Council , Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26. **DNIT No. 09/CEO/KMC/KLS/2026-27.**	Rs. 14,26,866.00	Rs. 28,537.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
6)	Construction RCC Drain & Staircase at Ward No.10 under Kailashahar Municipal Council , Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26 **DNIT No. 10/CEO/KMC/KLS/2026-27.**	Rs. 14,00,886.00	Rs. 28,018.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
7)	Construction of RCC Pavement at Ward No.11 under Kailashahar Municipal Council,Kailashahar, Unakoti Tripura for the year 2025-26. **DNIT No. 11/CEO/KMC/KLS/2026-27**	Rs. 14,48,182.00	Rs. 28,964.00	90 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
8)	Construction of Changing Room for Male & Female Staff of S.B.M at Back Side of Kalakshetra under Kailashahar Municipal Council for the year of 2025-2026. **DNIT No. 21/CEO/KMC/KLS/2026-27**	Rs. 3,15,680.00	Rs. 6314.00	60 days	Upto 15.00 Hrs. On 12.08.2026	At 16.00 Hrs. On 12.08.2026 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in.Bidders are allowed to bid 24X7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted

Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of **Rs. 1000.00** (Rupees One Thousand) only to be paid electronically over the ONLINE Payment facility IS Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Chief Executive Officer, Kailashahar Municipal Council,Kailashahar Unakoti Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.go.in. However intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contract by e-mail to kailashaharmp2011@gmail.com.

Chief Executive Officer
Kailashahar Municipal Council
Kailashahar: Unakoti Tripura

পার্বতী ত্রিপুরা

■ বিজেপির চণ্ডীপুর মণ্ডল কার্যালয়ে চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চায়েতগুলির প্রধান ও উপপ্রধানদের নিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায়ে সাংগঠনিক বৈঠক।

স্বাধীনতা দিবস ঃ পানিসাগরে ১৪ আগস্ট তিরঙ্গা র‍্যালি ও ১৫ইে মূল অনুষ্ঠান বিবেকানন্দ মুক্তমঞ্চে

কালের আলো প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৩ আগস্ট।। আসন্ন ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সোমবার পানিসাগর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস। উপস্থিত ছিলেন পানিসাগরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক মানস ভট্টাচার্য, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান কল্পনা দেবনাথ, সমাজসেবী ধনঞ্জয় দাস, সমাজসেবী নিরুপম দে, ডি.সি.এম রাজীব কুমার দেববর্মা, ডি.সি.এম সুকুমার রিয়াং, ডি.সি.এম বিনয় দাস-সহ মহকুমার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা।

প্রস্তুতি সভায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সার্বিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব বণ্টন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১৪ আগস্ট পানিসাগর শহরে একটি বর্ণাঢ্য "তিরঙ্গা র‍্যা লি" অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই র‍্যা লিতে অংশগ্রহণ করবেন।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের সূচনা হবে প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে। এরপর সকাল ৯টায় পানিসাগরের বিবেকানন্দ মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া, স্বাধীনতা দিবসের আনন্দঘন পরিবেশকে আরও বর্ণিল করে তুলতে বিকেল ৪টা থেকে পানিসাগর টাউন হলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এতে স্থানীয় শিল্পী, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নেবে।

মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল নাগরিককে স্বাধীনতা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে জাতীয় উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

লেফুঙ্গা ব্লকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে জোর প্রস্তুতি, ১৩ আগস্ট বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। যথাযোগ্য মর্যাদা ও দেশাত্মবোধের আবহে আগামী ১৫ আগস্ট ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে লেফুঙ্গা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার ব্লক কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ ভৌমিক।

প্রস্তুতি সভায় ব্লকের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-প্রধান শিক্ষিকা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠু, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ১৫ আগস্ট লেফুঙ্গা ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, কুচকাওয়াজ, দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। একই সঙ্গে ব্লক এলাকার বিভিন্ন বাজার ও জনবহুল স্থানে বিশেষ সাফাই অভিযান পরিচালনারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে পরিচ্ছন্নতা ও জনসচেতনতার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

সভায় আরও জানানো হয়, স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে আগামী ১৩ আগস্ট লেফুঙ্গা ব্লক কনফারেন্স হলে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেশপ্রেম, সৃজনশীলতা এবং জাতীয় চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সভার শেষে বিডিও প্রসেনজিৎ ভৌমিক স্বাধীনতা দিবসের প্রতিটি কর্মসূচি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করতে সকল সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসকে মর্যাদাপূর্ণ ও স্মরণীয় করে তুলতে প্রশাসন সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বালিছড়া এস.বি. স্কুলে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির কিশোরীদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে উদ্যোগ

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ বালিছড়া স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই বালিছড়া এস.বি. স্কুলে একটি বিশেষ এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস) টিকাকরণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরীদের মধ্যে জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

শিবিরে দুইজন কিশোরীকে এইচপিভি টিকা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় অভিভাবক ও বাসিন্দাসহ মোট ১৫ জন সচেতনতামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিতদের উদ্দেশে এইচপিভি সংক্রমণ, জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি, প্রতিরোধে টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

এইচপিভি টিকাকরণের পাশাপাশি শিবিরে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ, জলবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষা এবং অ্যানিমিয়া (রক্তাল্পতা) প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মতামত (ফিডব্যাক) সংগ্রহ করা হয়। এই মতামত ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও জনমুখী করতে সহায়ক হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

শিবিরে রিসোর্স পার্সন হিসেবে স্থানীয় কমিউনিটি হেলথ অফিসার স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। কর্মসূচি বাস্তবায়নে একজন মাল্টি-পারপাস ওয়ার্কার (এমপিডব্লিউ) এবং একজন আশা কর্মী সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত এ ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও টিকাকরণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতভাবে পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তা কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথের

কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩ আগস্ট।। কৃষিই দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং কৃষকদের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ। সোমবার কুমারঘাট মহকুমায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস উপলক্ষে আয়োজিত তিনটি পৃথক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

এদিন কুমারঘাট মহকুমায় দুটি গ্রামীণ কৃষি মার্কেট, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের ঊনকোটি জেলার উপ-অধিকর্তার কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, একটি সুসংহত বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট এবং একটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি কুমারঘাট বিদ্যুৎ ডিভিশনের নতুন ত্রিতল ভবনেরও শিলান্যাস করেন তিনি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বেতছড়া ও নদিয়াপুরে দুটি গ্রামীণ কৃষি মার্কেট নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা করে। জগন্নাথপুরে সুসংহত বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। একই স্থানে নতুন আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের ভবনেরও উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া কুমারঘাটে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের ঊনকোটি জেলার উপ-অধিকর্তার কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। কুমারঘাট বিদ্যুৎ ডিভিশনের প্রস্তাবিত ত্রিতল ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

কুমারঘাট মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা, জগন্নাথপুর এবং নদিয়াপুরে আয়োজিত পৃথক তিনটি জনসভায় কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। কৃষির ওপর নির্ভর করেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এগিয়ে চলছে। তাই কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের কৃষি খাত থেকেই সর্বাধিক আয় আসে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল যাতে সহজে বাজারজাত করা যায়, সেজন্য বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের শাসনামলে রাজ্যজুড়ে মোট ২০৪টি গ্রামীণ কৃষি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য অন্নদাতা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ত্রিপুরা সরকার কৃষি, উদ্যানপালন, সেচ, বীজ উৎপাদন ও বাজার পরিকাঠামোর উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নেও সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জগন্নাথপুর ও নদিয়াপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, সুসংহত বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট ও গ্রামীণ কৃষি মার্কেট কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ এবং কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতি আরও মজবুত হবে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অনুষ্ঠানগুলিতে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা এবং ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস।

নবশান্তিগঞ্জে ছানি শনাক্তকরণ ও বিনামূল্যে চশমা বিতরণ শিবির, উপকৃত ৬ জন

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩ আগস্ট।। সিপাহীজলা জেলার দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন নবশান্তিগঞ্জ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে সোমবার ছানি শনাক্তকরণ এবং 'মিশন দৃষ্টি' কর্মসূচির আওতায় একটি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে চক্ষু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সময়মতো ছানি শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় দৃষ্টি সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরে নবশান্তিগঞ্জ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নবশান্তিগঞ্জ ও ছনবাড়িয়া এলাকার ৪০ বছর বা তদূর্ধ বয়সী মোট ১৭ জনের চোখের পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে ২ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ে। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রেফারেল হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় ভুগছিলেন এমন ৬ জন সুবিধাভোগীকে রাজ্য সরকারের 'মিশন দৃষ্টি' কর্মসূচির আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এতে উপকৃত ব্যক্তিরা সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং *সাতের পাতায় দেখুন*

আগরতলায় টিবি মুক্ত ভারত অভিযানে দুই দিনব্যাপী কর্মসূচি, ৩০০ জনের স্ক্রিনিং ও জিবি বাজারে স্বাস্থ্য শিবির

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। যক্ষ্মা (টিবি) রোগ প্রতিরোধ এবং টিবি মুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে আগরতলার রিজিওন্যাল ইন্সটিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ট্টজ্জঞ্ঝছষ্ট), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং কলেজের ন্যাশনাল এলিমিনেশন কর্মসূচির যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ ও ৩০ জুলাই দুই দিনব্যাপী এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল যক্ষ্মা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণ এবং টিবি নির্মূলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ শাখার যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ নূপুর দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা শাখার ওএসডি ডাঃ সমর্পিতা দত্ত, জেলা যক্ষ্মা আধিকারিক (স্বস্ফত্বষ্ঠন্ডক্ষ্ম ত্নত্রন্ত্বন্ডদ্রন্থন্স ঞ্জত্বত্রন) ডাঃ শ্রাবণী দেবনাথ এবং কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) ঋষিরাজ ছেত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রফেসর (ডাঃ) ঋষিরাজ ছেত্রী বলেন, যক্ষ্মা রোগকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হলে কেবল চিকিৎসা নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, টিবি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সময়মতো পরীক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে কলেজে একটি বিশেষ স্ক্রিনিং কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। এদিন 'টিবি মুক্ত ভারত' অ্যাপের মাধ্যমে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মীদের স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং করা হয়। এই কর্মসূচিতে মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী অ্যাপে নিবন্ধন করে স্ক্রিনিংয়ে অংশগ্রহণ করেন।

দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে জিবি বাজার এলাকায় একটি স্বাস্থ্য শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আয়োজিত এই শিবিরে স্থানীয় ব্যবসায়ী, মোটর শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে বুকের এক্স-রে, হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা, রক্তে শর্করার মাত্রা (ব্লাড সুগার) পরীক্ষা এবং রক্তচাপ মাপার ব্যবস্থা ছিল। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর টিবি মুক্ত ভারত অভিযান সফল করতে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি, স্ক্রিনিং এবং স্বাস্থ্য শিবির আগামী দিনেও নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে। দপ্তরের মতে, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই টিবি নির্মূলের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

হ য ব র ল

■ সোনামুড়ায় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা।

আত্মীয়তা

● দুয়ের পাতার পর

একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে তুলছে। এই বিনিময় কর্মসূচি কেবল দুটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমায় না, বরং এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলের জন্যও একটি আদর্শ উদাহরণ হতে পারে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: একসঙ্গে এগিয়ে চলা

সম্পর্ককে আরও গভীর করার সম্ভাবনা অপরিসীম। যৌথ গবেষণা, ছাত্র বিনিময় কর্মসূচি, সাহিত্য উৎসব, যৌথ প্রকাশনাএসব উদ্যোগ দুই অঞ্চলের বন্ধনকে আরও মজবুত করতে পারে। লোকঐতিহ্যের ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা হতে পারে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সীমান্ত অঞ্চলের পর্যটনও হতে পারে নতুন সম্ভাবনার দ্বারযেখানে পর্যটকরা একই যাত্রায় কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জনপদ এবং ত্রিপুরার পাহাড়ি দৃশ্য ও উভয় অঞ্চলের লোকউৎসব উপভোগ করতে পারবেন। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ আরও বৃদ্ধি করা জরুরি, কারণ তারাই এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ ধারক।

ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতিনির্ধারক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে এই সম্পর্কের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরছেন। বাংলাদেশের সাবেক সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ স্মরণ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার অবদান কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কৃতজ্ঞতাই ভবিষ্যতের সম্পর্কের মূল ভিত্তি। এই নৈকট্যের পাশাপাশি সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অভিবাসন, বাণিজ্য ও পরিবেশগত সহযোগিতার মতো বাস্তব বিষয়গুলো দুই দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে

বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সম্পর্ক কেবল দুটি ভৌগোলিক সীমানার বিষয় নয়; এটি ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, স্মৃতি, আত্মীয়তা ও মানবিকতার এক দীর্ঘ যাত্রা। রাষ্ট্রের সীমান্ত মানচিত্রকে ভাগ করতে পারে, কিন্তু মানুষের উত্তরাধিকারকে নয়। ইতিহাস রাষ্ট্র নির্মাণ করে, কিন্তু সংস্কৃতি মানুষ নির্মাণ করে। রাজনৈতিক সীমারেখা সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাষা, স্মৃতি ও আত্মীয়তার বন্ধন অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার সম্পর্ক সেই ঐতিহাসিক সত্যেরই উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সম্পর্ককে আরও টেকসই করতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি সমানভাবে অপরিহার্য। ভবিষ্যতের দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার সবচেয়ে স্থায়ী ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে মানুষের এই পারস্পরিক আত্মীয়তা, সাংস্কৃতিক আস্থা এবং অভিন্ন ইতিহাসের উত্তরাধিকার।

বিপদের

● পাঁচের পাতার পর

স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা গেছে এবং তিনি নিজেকে একজন কট্টর বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচয় দিতেন। অভিযোগকারীর বক্তব্য, এই রাজনৈতিক পরিচিতি ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন। তবে এই অভিযোগের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোনো প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। পাশাপাশি অভিযুক্ত বিপদ পাল বা অভিজিৎ পাল কিংবা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনার পর ঠিকাদার নিহার চন্দ্র দেবনাথ রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনায় জড়িতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সিসিটিভি ফুটেজসহ অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদয়পুরে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণসামগ্রী চুরির অভিযোগ এবং প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষতির দাবি এলাকাবাসীর মধ্যেও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখ্য, এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সব অভিযোগ বর্তমানে তদন্তাধীন। আদালতে এখনও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতেই ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।

ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ

শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট : অসমে ভয়াবহ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় শিলিগুড়িতে এক প্রশংসনীয় মানবিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেল। শিলিগুড়ি হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি এবং মহাবীরস্থান ব্যবসায়ী সমিতি যৌথভাবে একটি ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করে।

নামল ৮ জেলা

● চারের পাতার পর

সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এবারের স্পন্দন লিগে ত্রিপুরার আটটি জেলার দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী দিনে মোট চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি ম্যাচেই দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

সকালে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ জেলা ও ধলাই জেলা মুখোমুখি হয়। নির্ধারিত ৬০ মিনিটের খেলায় ধলাই জেলা ২-১ গোলে দক্ষিণ জেলাকে পরাজিত করে শুভ সূচনা করে।

দ্বিতীয় ম্যাচে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ৩-১ গোলে সিপাহীজলা জেলাকে হারিয়ে জয় তুলে নেয়।

দিনের তৃতীয় ম্যাচে গোমতী জেলা দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে খোয়াই জেলাকে ১০-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় জয়টি অর্জন করে।

চতুর্থ ও দিনের শেষ ম্যাচে ঊনকোটি জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

কমলপুরে

● পাঁচের পাতার পর

অবনতি ঘটে। এরপর উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁকে কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর ইলেকট্রিক অটোর চালক দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে পালিয়ে যাওয়ায় আহত ব্যক্তির জীবন আরও ঝুঁকির মুখে পড়ে। অভিযুক্ত অটো ও চালককে দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে পলাতক ইলেকট্রিক অটো ও চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

গণ-অবস্থান

● প্রথম পাতার পর

নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, সরকারি প্রকল্পে ব্যয় এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রবীর চক্রবর্তী জানান, আগামী ৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী এই আন্দোলনকে সফল করতে জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিভিন্ন জেলায় মিছিল, পথসভা ও প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আন্দোলনের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। দলের আশা, এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জনস্বার্থের ইস্যুতে সরকারকে জবাবদিহির মুখে দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

গড়মিল

● আটের পাতার পর

নজরদারির অভাবে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষতির মুখে পড়ছেন। গ্রাহকদের দাবি, প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে ওজন নিশ্চিত করতে হবে এবং বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এদিকে, ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের একাংশ আরও গুরুতর অভিযোগ করে জানান, এলাকায় গ্যাসের সংকট দেখা দিলেও অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সহজেই এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া যায়। সাধারণ গ্রাহকরা নিয়মিত গ্যাস না পেলেও অতিরিক্ত টাকা দিলে কীভাবে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছেতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। এই অভিযোগেরও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঘটনার পর গ্রাহকরা খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থায় কঠোর নজরদারি ও নিয়মিত পরিদর্শনের দাবিও তোলেন তারা।

তবে এই ঘটনায় শান্তি গ্যাস এজেন্সির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এখন এলপিজি সিলিন্ডারের ওজনে গরমিল, অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে গ্যাস সরবরাহ এবং গ্রাহক প্রতারণার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর কী ধরনের তদন্ত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শান্তিরবাজারের বাসিন্দা ও গ্যাস গ্রাহকরা।

স্মারকলিপি

● আটের পাতার পর

তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে প্রশাসনকে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, দ্রুত এই দাবিগুলি বাস্তবায়িত না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে তাঁরা বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

চুরির

● আটের পাতার পর

এই চুরির ঘটনায় অন্য কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি জানান।

পুলিশের এই দ্রুত পদক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যেই চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। পাশাপাশি ধর্মনগর থানার তৎপরতারও প্রশংসা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উত্তাল রাত

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আইন অনুযায়ী ময়নাতদন্ত বাধ্যতামূলক হওয়ায় চিকিৎসক বিষয়টি পশ্চিম মহিলা থানাকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছালে মৃতার শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির সদস্যরা ময়নাতদন্তে আপত্তি জানান এবং মরদেহ নিয়ে যেতে চান।

এ সময় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করে। পরে পুলিশ আধিকারিকরা মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ময়নাতদন্তের আইনি প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝান। দীর্ঘ আলোচনার পর পরিবারের সদস্যরা ময়নাতদন্তে সম্মতি দেন।

এরপর রবিবার রাতেই মরদেহটি জিবিপি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সোমবার সকালে সেখানে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে কবিতা দেববর্মার মরদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঘটনার প্রয়োজনীয় আইনানুগ তদন্তও চলছে।

মৃত্যু সংবাদে

● প্রথম পাতার পর

দাবি, সঞ্জিত তাঁতি দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং তার জীবনযাপন ছিল অনিয়মিত। তাদের মতে, মাদকাসক্তির কারণে তিনি নানা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এই বিষয়ের কোনো সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে তদন্তকারী দল। পাশাপাশি অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির পেছনে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।

এদিকে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় বাগান বাজার চা বাগান এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, ঘটনাটি আবারও সমাজে মাদকাসক্তির ভয়াবহ প্রভাবের দিকটি সামনে নিয়ে এসেছে। তাঁরা যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে আরও কঠোর সামাজিক সচেতনতা ও প্রশাসনিক উদ্যোগের দাবি জানিয়েছেন।

পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার প্রকৃত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে। ততদিন পর্যন্ত সবদিক বিবেচনায় রেখে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হবে।

বেড়াজাল

● প্রথম পাতার পর

করতে পারে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেউ যদি দুর্নীতি বা খাদ্যসামগ্রী আত্মসাতের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

মন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে নতুন ব্যবস্থাপনা চালু করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে পর্যায়ক্রমে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি ব্যবস্থা চালু করা হবে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তারক্ষীদেরও পরিবর্তন করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত বিদ্যুৎ, পানীয় জল, ফ্যান ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থবিরোধী কোনও অনিয়ম ভবিষ্যতে ধরা পড়লে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন।

জানা গেছে, আম্বেদকর ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনের পর সোমবার শহরের আরও কয়েকটি ছাত্র ও ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার। বিভিন্ন হোস্টেলের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, খাদ্যের মান এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখেই প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

নবশান্তিগঞ্জে

● ছয়ের পাতার পর

নিয়মিত এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের দাবি জানান।

শিবিরে অপ্টোমেট্রিস্ট জুমি দেববর্মা চক্ষু পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট আশাকর্মীরা উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, রোগী চিহ্নিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ভেলকি

● প্রথম পাতার পর

কর্মী নিয়োগ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্সিং কর্মীদের নিয়মিতকরণ এবং চাকরিরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত কর্মীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়।

ধর্মনগর মহকুমায় সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টি তুলে ধরে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানানো হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং দ্রুত ত্রুটি মেরামতের ব্যবস্থাও জোরালোভাবে দাবি করা হয়।

সংগঠনের নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিদ্যুৎ নিগম ও রাজ্য সরকার যদি দ্রুত এই দাবিগুলির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক অজয় কুমার দেব, সভাপতি সুভাষ রায়, সদস্য মানিকলাল নাথ, পার্থ প্রতিম নাথ, সজল চক্রবর্তীসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও সমর্থকরা।

কুমারঘাট সংযোজন ঃ ত্রিপুরার বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথের কুমারঘাট সফরের প্রাক্কালে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটারে ইউনিট কম পাওয়া এবং রিচার্জ সংক্রান্ত নানা অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুমারঘাট বিদ্যুৎ নিগমের ডিভিশন অফিসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন একাধিক গ্রাহক। মন্ত্রী নতুন ভবনের শিলান্যাস করতে অফিসে পৌঁছানোর মাত্র কয়েক মিনিট আগে গ্রাহকদের এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

সোমবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় কৃষি দফতরের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বিদ্যুৎ নিগমের ডিভিশন ও সাব-ডিভিশন অফিসের নতুন ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশ নেন কৃষি, বিদ্যুৎ ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এলাকার জনপ্রতিনিধি, বিদ্যুৎ নিগম ও কৃষি দফতরের আধিকারিকরা।

তবে অভিযোগ, এদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অনুষ্ঠানে পৌঁছান মন্ত্রী। ফলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় আমন্ত্রিত অতিথি, সরকারি আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষকে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

এদিকে মন্ত্রী বিদ্যুৎ নিগমের নতুন ভবনের শিলান্যাসে পৌঁছানোর আগে অফিসে রিচার্জ করতে আসা গ্রাহকরা স্মার্ট মিটার ও রিচার্জ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গ্রাহক বিপিন দেবনাথ অভিযোগ করেন, আগে ৩০০ টাকা দিয়েও বিদ্যুৎ রিচার্জ করা যেত, কিন্তু বর্তমানে অফিসে গিয়ে ন্যূনতম ৭০০ টাকা রিচার্জ করতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, বেশি টাকা রিচার্জ করেও আগের তুলনায় কম ইউনিট পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এই পরিস্থিতিকে গ্রাহকদের সঙ্গে অন্যায় বলে মন্তব্য করেন এবং বিদ্যুৎ নিগমের পরিষেবা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আরেক গ্রাহক অপর্ণা সরকার জানান, তিনি ৫০০ টাকা রিচার্জ করতে অফিসে গেলেও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, এক হাজার টাকার নিচে রিচার্জ করা যাবে না। তাঁর অভিযোগ, স্মার্ট মিটার চালু হওয়ার পর থেকে গ্রাহকদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং আগের মিটারের তুলনায় বর্তমান ব্যবস্থায় অসুবিধা বেড়েছে।

অন্যদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বিদ্যুৎ দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জপূর্ণ একটি বিভাগ। শিল্প, কৃষি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি দাবি করেন, ২০১৮ সালের আগে বিদ্যুৎ নিগমের আর্থিক ও পরিকাঠামোগত অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং এখনও সেই পরিস্থিতি পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাঁর বক্তব্য, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নিগম প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে পারছে না, যার ফলে আর্থিক চাপ বাড়ছে।

মন্ত্রী এদিন কুমারঘাটে বিদ্যুৎ নিগমের নতুন ভবনের শিলান্যাসের পাশাপাশি কৃষি দফতর বিভিন্ন শেডঘর, কৃষি উদ্যান এবং ভূমি সংরক্ষণ দফতরের নতুন ভবনেরও উদ্বোধন করেন।

এদিকে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটারে ইউনিট কম পাওয়া এবং রিচার্জের ন্যূনতম সীমা নিয়ে গ্রাহকদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর উপস্থিত না হওয়ায় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

গ্রাহকদের অভিযোগ ও মন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে কুমারঘাটে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখন গ্রাহকদের উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগম কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

নতুন দিশা

● আটের পাতার পর

পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে একই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক নারী এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

উপস্থিত মহিলারাও এই উদ্যোগের জন্য প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সেলাই মেশিন পাওয়ায় এখন বাড়িতে বসেই আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। এতে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে নারীদের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাও আরও বৃদ্ধি পাবে।

নারীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। প্রশাসনের আশা, এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে আরও বহু নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

জরুরী ঘোষণা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন দেখে যদি কেউ বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কোন ধরনের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কিংবা অন্য যেকোনও ধরনের ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার, তাহলে এর দায় পত্রিকা কতৃপক্ষের নয়।

সুপ্রিম কোর্টে

● তিনের পাতার পর

ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের দাবিতে বিরোধী সাংসদরা ওয়েলে নেমে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

স্পিকার ওম বিড়লা এবং পরে অধিবেশন পরিচালনাকারী কৃষ্ণ প্রসাদ তেনেটি সদস্যদের আসনে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানালেও হট্টগোল অব্যাহত থাকায় অধিবেশন প্রথমে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।

পরবর্তীতে অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল, ২০২৬ এবং ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল, ২০২৬-ও লোকসভায় উত্থাপন করা হয়। প্রথম বিলের লক্ষ্য ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি কাঠামো গড়ে তোলা, আর দ্বিতীয় বিলের মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকের নথিপত্র সংক্রান্ত প্রমাণ আইনে সংশোধন আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এদিন অধিবেশনের শুরুতে স্পিকার ওম বিড়লা গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি জানান, ভারত ১৩টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য এবং ৯টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৩৯টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে গেমসের ব্যাটন ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্র সরকারের মতে, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি শুধু বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ কমাবে না, বরং দ্রুত ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংসদে বিলটি পাস হওয়ায় সেই লক্ষ্যে আরেকটি বড় পদক্ষেপ সম্পন্ন হল।

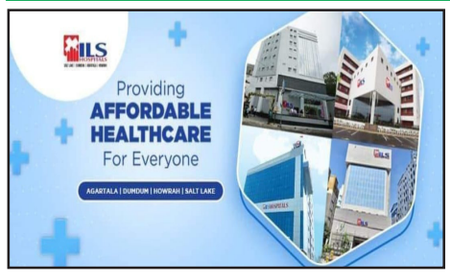

কালের আলো

Tuesday, 4 August, 2026 ■ মঙ্গলবার, ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

E-Paper ▸ www.epaper.kaleralo.in | E-mail ▸ kaleralopatrika@gmail.com | News Portal ▸ www.kaleralo.in

■ রাজ্যপালের হাত ধরে ত্রিপুরায় '১০ কোটি নেশামুক্ত ভারত শপথ অভিযান' এর সূচনা হয়।

রাজনীতি ছাড়িনি, শিক্ষকতায় ফেরা শুধুই দায়িত্ববোধের কারণে ঃ রেবতী ত্রিপুরা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। দীর্ঘদিন পর পুনরায় শিক্ষকতার কাজে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যে জল্পনা শুরু হয়েছে, তা একেবারেই উড়িয়ে দিলেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপির কোর কমিটির সদস্য রেবতী ত্রিপুরা। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি রাজনীতি ছাড়েননি, রাজনীতিতে ছিলেন, আছেন এবং আগামী দিনেও সক্রিয়ভাবেই থাকবেন। দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে এদিন তিনি এই বার্তাই দেন।

সম্প্রতি আগরতলায় মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল (এমজিএম) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে পুনরায় যোগদান করেন রেবতী ত্রিপুরা। দীর্ঘদিন পর তাঁর শিক্ষকতায় প্রত্যাবর্তনের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়। অনেকেই বিষয়টিকে তাঁর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও 'আলবিদা রাজনীতি' ধরনের মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে এসব জল্পনাকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তিনি।

রেবতী ত্রিপুরা বলেন, তিনি মূলত একজন গ্র্যান্ট-ইন-এইড বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শিক্ষকতার পেশা থেকেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারেননি। বর্তমানে হাতে কিছুটা সময় থাকায় এবং বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাব থাকায় তিনি পুনরায় নিজের মূল পেশায় ফিরে এসেছেন। এর সঙ্গে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও তিনি স্পষ্ট করে দেন।

তিনি বলেন, "আমি রাজনীতিতে ছিলাম, আছি এবং আগামী দিনেও থাকব। দলের যে কোনও দায়িত্ব পালনে আমি প্রস্তুত। ২০২৮ সালে দল যদি আমাকে সুযোগ দেয়, তবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তাঁদের পরামর্শেই তিনি কিছুটা সময় শিক্ষকতার কাজে দিচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি দলের নতুন প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্বে কাজ করার বিষয়েও ইতিবাচক বার্তা দেন। তাঁর কথায়, "তিনি বয়সে আমার থেকে ছোট হতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন নিজের থেকে অনেক কম বয়সী নেতাকেও সম্মান দিয়ে নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেন, তখন আমাদের কোনও অসুবিধা থাকার প্রশ্নই ওঠে না।"

উল্লেখ্য, রেবতী ত্রিপুরা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সাংসদ থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বও পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিজেপি-র রাজ্য কোর কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন।

তাঁর শিক্ষকতায় প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে যে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছিল, এদিনের বক্তব্যে তার কার্যত অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন প্রাক্তন সাংসদ। তিনি স্পষ্ট করেছেন, শিক্ষকতা তাঁর পেশা হলেও রাজনীতি তাঁর জনসেবার ক্ষেত্র, আর দুই দায়িত্বই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েই পালন করতে চান।

জিবিপি'তে কিডনির পর এবার অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রস্তুতি চলছে ঃ স্বাস্থ্য সচিব

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ত্রিপুরায় সফলভাবে কিডনি প্রতিস্থাপন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এবার অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের দিকেও এগুচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে।

সোমবার জাতীয় অঙ্গদান দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে "অঙ্গদান — জীবন সঞ্জীবনী অভিযান" শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই তথ্য জানান। স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এজিএমসি-র প্রিন্সিপাল ডাঃ তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডাঃ বিধান গোস্বামী, বিভিন্ন আধিকারিক, চিকিৎসক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, প্রায় দেড় বছর আগে মণিপুরের সৃজা হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ত্রিপুরায় কিডনি প্রতিস্থাপন কর্মসূচি শুরু হয়। সেই উদ্যোগের ফলে গত দেড় বছরে রাজ্যে মোট নয়টি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

তিনি আরও জানান, কিডনি প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে লিভার, কর্নিয়া ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জিবিপি হাসপাতালে স্টেট অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থার মাধ্যমে অঙ্গদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, অঙ্গদাতাদের নথিভুক্তকরণ এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপন কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করা হবে।

স্বাস্থ্য সচিব জানান, অঙ্গদান একটি মহৎ মানবিক উদ্যোগ। একজন মৃত ব্যক্তির অঙ্গদানের মাধ্যমে একাধিক মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অঙ্গদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, অঙ্গ প্রতিস্থাপন পরিষেবাকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালে দিল্লির মোহন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে এজিএমসি-র একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির ভিত্তিতে আগামী দিনে মোহন ফাউন্ডেশনের কারিগরি সহযোগিতায় জিবিপি হাসপাতাল ও এজিএমসিতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে।

জাতীয় অঙ্গদান দিবসের এই অনুষ্ঠানে চিকিৎসকরা অঙ্গদানের গুরুত্ব, মৃত্যুর পর অঙ্গদানের প্রক্রিয়া এবং সমাজে এ বিষয়ে ইতিবাচক সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই অঙ্গদান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ধর্মনগরে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে আহত মহিলা ও শিশু

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের (সমবায় ব্যাঙ্ক) একটি শাখায় সোমবার দুপুরে ঘটে যায় এক উদ্বেগজনক দুর্ঘটনা। ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক লেনদেন চলাকালীন আচমকাই ভবনের ছাদের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ে। ঘটনায় জনৈক মহিলা গ্রাহক ও একটি শিশু আহত হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গেলেও ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাঙ্ক চত্বরে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের ব্যস্ত সময়ে ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের ভিড় ছিল। ঠিক সেই সময় আচমকা ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত গ্রাহক ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা দ্রুত আহত মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান এবং তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ভবনের স্থানীয় মালিক ব্যাঙ্কে পৌঁছান। তবে আহতদের অভিযোগ, তিনি ঘটনাটিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে উপস্থিত কয়েকজনকে হুমকি-ধমকি দেন এবং আহতদের তেমন কিছু হয়নি বলে মন্তব্য করেন। এই আচরণে উপস্থিত অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ব্যাঙ্কের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, ভবনটির ছাদ মেরামতের জন্য মালিকপক্ষকে একাধিকবার লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো হলেও কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, ভবনটি দীর্ঘদিনের পুরনো হলেও সম্প্রতি শুধু বাইরের অংশে রং করা হয়েছিল। কিন্তু ছাদের ভেতরের ফাটল ও দুর্বল অংশের সংস্কার করা হয়নি। ফলে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা।

ঘটনার পর ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ভবনটির অবস্থা যদি আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তাহলে সেখানে প্রতিদিন শতাধিক গ্রাহক ও কর্মচারীর যাতায়াতের বিষয়টি কেন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি।

স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, অবিলম্বে ভবনটির প্রকৌশলগত পরীক্ষা (স্ট্রাকচারাল অডিট) করানো হোক। প্রয়োজনে ভবনটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট দপফতরের তত্ত্বাবধানে নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের মতে, সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশাসন, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং ভবনের মালিকপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের। একই সঙ্গে আহতদের অভিযোগ এবং ভবনের রক্ষণাবেক্ষণে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা নিয়েও তদন্তের দাবি উঠেছে।

চুরির কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উদ্ধার বাইক, অভিযুক্ত আটক

কালের আলো প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ আগস্ট।। ধর্মনগর থানার পুলিশের দ্রুত ও তৎপর অভিযানে চুরি যাওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার হয়েছে। একই সঙ্গে চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কামেশ্বর এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিত পালের টিআর০৫জি৫৬৫৯ নম্বরের মোটরসাইকেলটি রবিবার ধর্মনগরের মনতলা ধর্মপুর এলাকা থেকে চুরি হয়ে যায়। মোটরসাইকেলটি চুরি হওয়ার পর সন্ধ্যায় তিনি ধর্মনগর থানায় একটি মৌখিক অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পরই ধর্মনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিনা দেববর্মা-র নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল তদন্তে নামে। বিভিন্ন সূত্র যাচাই ও অনুসন্ধান চালিয়ে পুলিশ জেল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনায় জড়িত সন্দেহে জনৈক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।আটক ব্যক্তির নাম নিতু দাস (৩৫)। তিনি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার কাচরঘাট এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মা জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি *সাতের পাতায় দেখুন*

শান্তিরবাজারে এলপিজি সিলিন্ডারের ওজনে গরমিল

কালের আলো প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রনগর শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির সংলগ্ন মাঠে সোমবার এলপিজি রান্নার গ্যাস বিতরণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শান্তিরবাজারের শান্তি গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে সিলিন্ডারে নির্ধারিত পরিমাণের তুলনায় কম গ্যাস সরবরাহের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন একাধিক গ্রাহক।

অভিযোগ অনুযায়ী, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও এজেন্সির পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রাহকের মধ্যে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করা হচ্ছিল। এসময় কয়েকজন গ্রাহকের সন্দেহ হলে তারা উপস্থিত কর্মীদের সামনেই সিলিন্ডারের ওজন করার দাবি জানান। পরে ওজন করে দেখা যায় বলে অভিযোগ, একাধিক সিলিন্ডারে নির্ধারিত ওজনের তুলনায় সর্বনিম্ন ২ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৪ কেজি পর্যন্ত গ্যাস কম রয়েছে। উপস্থিত গ্রাহকদের দাবি, পরীক্ষা করা প্রায় ১০টি সিলিন্ডারের মধ্যে মাত্র একটি সিলিন্ডারে সঠিক ওজন পাওয়া যায়, বাকি অধিকাংশ সিলিন্ডারেই ওজনে গরমিল ধরা পড়ে।

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকরা। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের অনিয়ম চললেও যথাযথ *সাতের পাতায় দেখুন*

এজিএমসি-র ছাত্রী নিবাসের নিরাপত্তা জোরদারের দাবিতে পুলিশ সুপারকে এসইউসিআই-এর স্মারকলিপি

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি)-এর ছাত্রী নিবাসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (এসইউসিআই)। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে দলটি।

সোমবার এই দাবিকে সামনে রেখে এসইউসিআই-এর একটি প্রতিনিধি দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, এজিএমসি-র ছাত্রী নিবাসে ঘটে যাওয়া ঘটনায় ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

শুধু এজিএমসি নয়, রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবিও জানায় এসইউসিআই। দলটির মতে, ছাত্রীদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিটি ছাত্রীনিবাসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ, আধুনিক সিসিটিভি নজরদারি, প্রবেশ ও বহির্গমনের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত প্রশাসনিক তদারকি চালু করা জরুরি।

এসইউসিআই-এর প্রতিনিধিরা বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। সাম্প্রতিক ঘটনায় রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। *সাতের পাতায় দেখুন*

দর্জি প্রশিক্ষণের সফল পরিণতি ১০০ নারীর জীবিকার নতুন দিশা

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আগরতলা পৌর কর্পোরেশন (এএমসি)। সোমবার এএমসি-র ৫ নং ওয়ার্ডের ১০০ জন মহিলার হাতে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়।

শ্যামলী বাজারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আগরতলা পৌর কর্পোরেশনের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার উপকারভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লতানাথ, দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের আধিকারিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জানা গেছে, দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত একটি সুসংগঠিত দর্জি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০০ জন মহিলাকে এই সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা ৫০ দিনব্যাপী মোট ৩০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণকালীন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ২ হাজার টাকা করে উপবৃত্তিও প্রদান করা হয়, যাতে তাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত হন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বর্তমান সময়ে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাঁদের হাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলে দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তিনি দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সেলাই মেশিন প্রদান করায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা এখন নিজস্ব উদ্যোগে দর্জির কাজ শুরু করতে পারবেন এবং পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

তিনি আরও জানান, এই কর্মসূচি শুধু ৫ নং ওয়ার্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আগামী দিনে আগরতলা *সাতের পাতায় দেখুন*

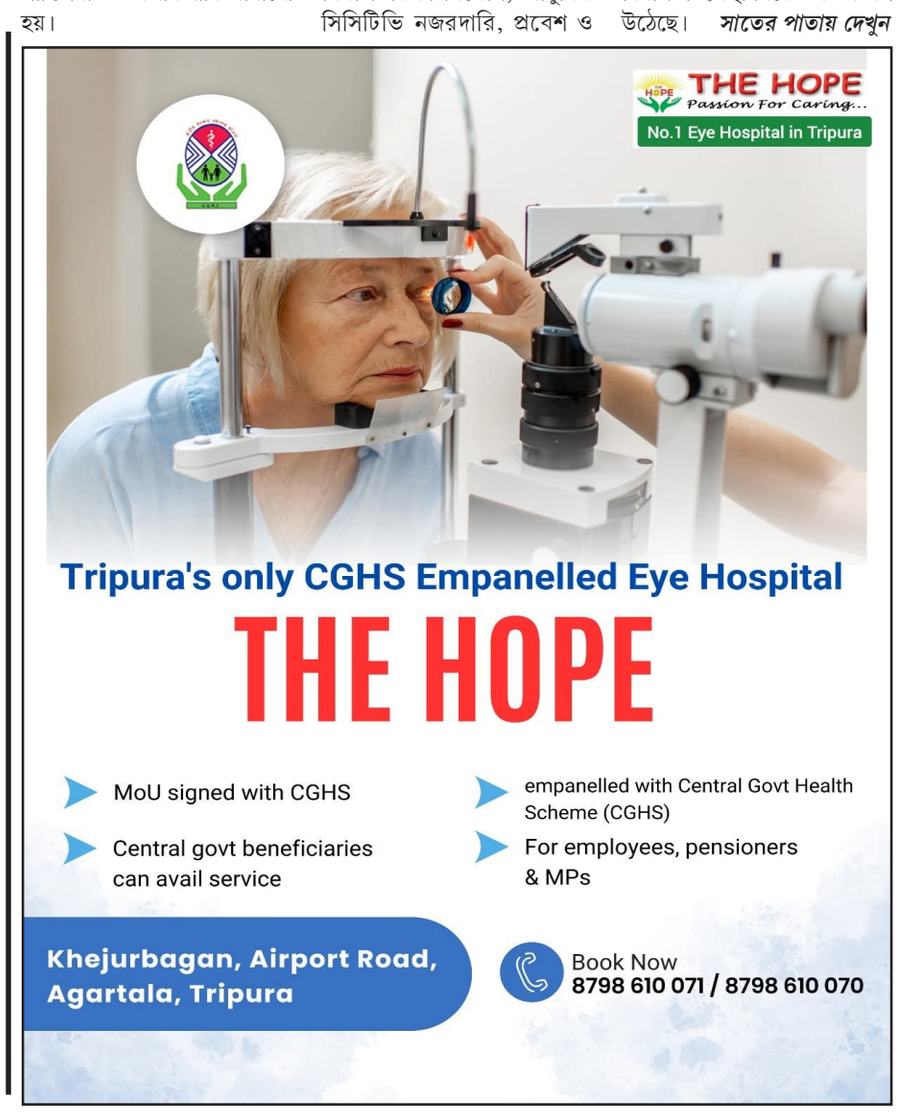

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক গোবিন্দ দেবনাথ কর্তৃক সাহাপাড়া, বনকুমারী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৪ থেকে প্রকাশিত।
প্লেনেট কম্পিউটার, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৬৫৮৭৬৬২ । সম্পাদক ঃ গোবিন্দ দেবনাথ

Owner, Publisher & Printer : Gobinda Debnath. Published from Sahapara, Bankumari, Jogendranagar, Agartala, West Tripura - 799004.
Printed from Planet Computer, Laxminarayan Bari Road, Agartala, West Tripura - 799001. Contact- 9436587662. Editor : Gobinda Debnath